ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব

ড. রহমান হাবিব

ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব

ড. রহমান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

Estd- 1949
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব
ড. রহমান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা -২০১১
মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১
স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ
ডিজাইন ওয়ান
পল্টন টাওয়ার
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন (৮ম তলা) ঢাকা
ফোনঃ ৮৩৫০৮৪৫, মোবাইলঃ ০১৭৩০-১৭৭৫৫৫

মূল্য ঃ ৮৫/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

ISLAM-O-GANTATHA, Written by : Dr. Rahman Habib, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk. 85.00 U$: 3/- **ISBN 984-70241-0027-6**

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

'ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব' ড. রহমান হাবিব রচিত একটি ইসলামী চিন্তামূলক গ্রন্থ। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মতাদর্শভিত্তিক জ্ঞানশৃঙ্খলার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই আল কোরআনের আবির্ভাব এবং আল্লাহর সাথে অংশীবাদ সাব্যস্তকারীদের মনের-জ্বালা বাড়লেও ইসলামী এপিস্টোমেলজিই বিজয়ী থাকবে। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রত্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রযুক্তি—বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানশাখাকে অধিকার করা ও নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা ঐ'শী গ্রন্থ আল কোরআনের রয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর সহীহ হাদিসমূহ কোরআনের ব্যাখ্যা নির্দেশক। সেজন্য কোরআন ও সুন্নাহ-র মিলিত প্রজ্ঞাপ্রবাহের মাধ্যমে বিশ্বে জ্ঞানতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব বিনির্মিত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, কলামিস্ট, গীতিকার ও প্রাবন্ধিক ড. রহমান হাবিব উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিপাদিত করার জন্যই 'ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব' বইটি রচনা করেছেন। জ্ঞানসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি জ্ঞানপ্রদ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর প্রকাশনায় এই গ্রন্থটি পাঠক মহলের চাহিদা পূরনে অবদান রাখবে, এখানেই সোসাইটির স্বার্থকতা।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

ভূমিকা

'ইসলাম ও জ্ঞানতত্ত্ব' (Islam and Epistemology) বইতে আমি ইসলামের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ্ স্বয়ং সকল জ্ঞানের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান- জ্ঞানের সব শাখারই সূত্র-গ্রন্থ হিসেবে কোরআনকে আমার মনে হয়েছে। কেউ মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ্ কোরআন পাঠ করলে তারও এমন মনে হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর বিশ্বনবী (সা.)-এর হাদীস গ্রন্থাবলী হলো কোরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইসলামকে বিদ্বেষ প্রসূতভাবে দেখা উচিত নয়। ইসলামকে দেখতে হবে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবে। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণীতে আছে যে, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু, ইসলামকে ধর্ম ও নবী (সা.)কে রাসূল হিসাবে পেয়ে তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট না হলে ইসলামী ধর্মকর্মে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যাবে না। আসলে আমি মনে করি, ভালোবাসাহীন ইবাদতের কোন মূল্য নেই। ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই- এটি কোরআন-ভাষ্য। হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নবী ও রহমত (আশীর্বাদ) হিসেবে প্রেরণ করেছেন বলে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে উল্লেখ করেছেন। বইটি আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচনা করেছি; তবে ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সারাৎসারকে আমি এতে সংক্ষেপে উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছি। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের কথা স্মরণে রেখে আমি বইটি লিখেছি। সুতরাং, তারা বইটি পড়লে আমি কৃতার্থ হবো। বইটি রচনাকালে আমি আল কুরআনুল করীম (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৬৮) এবং শায়খ ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ খতীব তাবরেজী

www.amarboi.org

(র.)-এর মেশকাত শরীফ (বিশ্বনবী (সা.)-এর হাদীস বা বাণী সংকলন, বাংলা অনুবাদঃ খন্ড সংখ্যা ১১, ঢাকা, সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৪) এর বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করেছি। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবি আল মুজাহিদী ইসলাম সম্পর্কে একটি বই লিখতে আমাকে প্রণোদনা দেয়ায় আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার ধর্মজ্ঞানগুরু আমার মা-কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কোরআনের বঙ্গানুবাদ থেকে সংকলিত আমার লিখিত একটি পৃষ্ঠার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমার সাড়ে তিন বছরের শিশু-পুত্র হাবিব রশীদ আহমদ (মোহাম্মদ : মম) ঐ পৃষ্ঠাটি নিয়ে আঁকতে শুরু করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে: এটি কি তোমার দরকারী কাগজ? (এভাবে বলতে তাকে শেখানো হয়েছে) সে আমাকে পৃষ্ঠাটির কথা মনে করিয়ে দেয়ায় সুরা হামীম আস সাজদার ৩০ এবং ৩৪ নম্বর আয়াত দুটো দেয়া সম্ভব হলো। আমি দোয়া করি ইহকাল ও পরকালে সে যাতে শ্রেষ্ঠ কল্যাণের অধিকারী হয়। আমার শ্রদ্ধাভাজন পাঠকদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই।

বিনয়াবনত :

ড. রহমান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২৯ জুন, ২০১০।

www.amarboi.org

উৎসর্গ :

অমুসলিম ভাই বোনদের প্রতি
আমার ভালোবাসার সৌগন্ধ

www.amarboi.org

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

এক- প্রথম অধ্যায় : ইসলাম ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ৯-২৫

ক. আমার অনুভব ৯

খ. ইসলাম ও সমাজ ১২

গ. ইসলাম ও রাজনীতি ১২

ঘ. ইসলাম ও অর্থনীতি ১৩

ঙ. বিজ্ঞান ও জ্ঞানশাখার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক ১৩

চ. ইসলাম ও অসম্প্রদায়িকতা, ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রচন্ড বিরোধ ১৫

ছ. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম ১৫

জ. অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য ১৬

ঝ. ইসলাম ও মূল্যবোধ ১৬

ঞ. ইসলাম ও নৈতিকতা ১৭

ট. ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা ১৭

ঠ. আস্তিকতা ও নাস্তিকতার পক্ষে বিপক্ষে ১৮

ড. আত্মধ্যান, প্রতিজ্ঞা (নিয়্যত) এবং ইসলাম ধর্মের মৌল প্রবণতা ১৯

ঢ. আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ও হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে ভালোবেসে অনুসরণ করাই ইসলামের প্রকৃত পথ ১৯

ণ. বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও মানব কল্যাণ ২০

ত. ইসলামের নামে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং প্রকৃত ইসলামের স্বাতন্ত্র্য ২১

থ. অবক্ষয়িত খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম ২১

দ. বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল ও ইসলাম ২৩

ধ. বিশ্বাস (ঈমান) ও খেয়ালিপনার সম্পর্ক ২৪

ন. সভ্যতার সংঘাততত্ত্ব (Clash of Civilizations) ও ইসলাম ২৪

প. বিশ্ব শান্তির জন্য আন্তধর্মীয় (Inter Religion) ও আন্ত-সাংস্কৃতিক (Inter Cultural) সংলাপ জরুরী ২৫

ফ. আন্তর্জাতিকতা ও ইসলাম ২৫

দুই : দ্বিতীয় অধ্যায় : কোরআন পর্ব : কোরআনের কতিপয় সুরা ও সুরাংশের অর্থের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ২৭-৩৩

অ. সুরা ফাতিহা : জীবন ও জগতের দিকনির্দেশিকা ২৭

আ. সুরা আসর : বিশ্বাস (ঈমান) ও সৎকর্মের তাৎপর্য নির্দেশক ২৮

ই. সুরা কাফিরুন : বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের (কাফির, নাস্তিক) প্রার্থনার পার্থক্য ২৮

ঈ. সুরা নাস : আত্মসত্তাকে পবিত্র রাখার মাধ্যম ২৯

উ. সুরা ইখলাস : প্রবল একত্ববাদ ও আল্লাহর তত্ত্বদর্শন ৩০

ঊ. আয়াতুল কুরসি : আল্লাহর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ৩০

ঋ. হা-মীম আস-সাজদা (৩০ এবং ৩৪ আয়াত): বিশ্বাসী হবার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্প্রসারণশীলতা ৩৩

www.amarboi.org

তিন : তৃতীয় অধ্যায় : ইসলাম, কোরআন এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অমুসলিম দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও মনীষীদের মন্তব্য ৩৪-৩৭
চার: চতুর্থ অধ্যায় : হাদীস পর্ব : হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কথা, কর্ম ও অনুমোদন ৩৮-৬৩
এক. ইসলামের মূলভিত্তি পাঁচটি ৩৮
দুই . ইসলাম ভালোবাসাময় ধর্ম ৪০
তিন. ইসলাম শোভনতা ও সদাচরণের ধর্ম ৪০
চার. ঈমানের (বিশ্বাস) স্বাদ ৪১
পাঁচ. ইসলাম: মার্জিত কথন ও নিষ্পাপতার ধর্ম ৪১
ছয়. ইসলাম: মানবতার ধর্ম ৪২
সাত. ইসলাম: অবৈধ যৌনতাকে রোধ করার ধর্ম ৪৩
আট. ইসলাম: জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৪৩
নয়. জ্ঞানের প্রকৃত শক্তি ৪৫
দশ. ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম ৪৬
এগার. ইবাদতের (প্রার্থনা) প্রকৃত মর্ম ৪৬
বার. নামাজের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন ৪৭
তের. ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব ৪৯
চৌদ্দ. ইসলামের জৈবনিক দর্শন ৫০
পনের. ইসলামে মানব-মর্যাদা ৫১
ষোল. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান ৫১
সতের. ইসলামে সামাজিক অধিকার ৫২
আঠার. নফল রোজা ও নামাজের বিধান : সার্বক্ষণিক ইবাদতেরই লক্ষণ ৫৩
উনিশ. কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ৫৩
বিশ. আল্লাহর স্মরণ (জিকির) উত্তম ইবাদত ৫৪
একুশ. বৈধ (হালাল) ও অবৈধ (হারাম) বিষয়ের ইসলামী বিধান ৫৬
বাইশ. ইসলামে পর্দা, সুন্দর আচরণ ও লজ্জাশীলতার গুরুত্ব ৫৬
তেইশ. ইসলাম পরম মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের ধর্ম ৫৭
চব্বিশ. ইসলামের রাষ্ট্রিক-প্রশাসনিক বিধান ৫৮
পঁচিশ. ইসলামে আত্মীয়তা ও অতিথিদের অধিকার ৫৮
ছাব্বিশ. ইসলামে অহঙ্কার ও অপব্যয় নিষিদ্ধ ৫৯
সাতাশ. ইসলামে সৌজন্যবোধ ও সালাম প্রদানের গুরুত্ব ৫৯
আটাশ. ইসলামে সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বৃত্তৃতার মহাত্ম্য ৬০
উনত্রিশ. ইসলামে পরচর্চা, পরনিন্দা করা গভীরভাবে নিষিদ্ধ ৬১
ত্রিশ. ইসলামে মানব হত্যা সবচেয়ে বেশি অন্যায় কাজ ৬১
একত্রিশ. ইসলামে সচ্চরিত্রতা, সততা ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ জরুরি বিষয়। ৬২
বত্রিশ. ইসলামে নারীর অধিকার ৬৩
তেত্রিশ. ইসলাম একটি পরিকল্পিত দর্শনের (Philosophy) নাম ৬৩
পাঁচ - পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামের মর্মকথা ৬৬-৭৩
ছয়- ষষ্ঠ অধ্যায় : সওয়াব (পুণ্য) প্রত্যাশা নয়; আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রেম প্রত্যাশাতেই মুক্তি ৭৪-৭৬
উপসংহার ৭৭-৭৮

www.amarboi.org

ইসলাম ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য

ক. আমার অনুভব :

আমি আমার জীবনপর্বের চল্লিশ বছর পার করছি। আমি ইসলাম ধর্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার পিতৃ পুরুষ ইসলামের প্রতি যে অনুরক্ত তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আশপাশের (থানা মতলব, জেলা-চাঁদপুর) হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ ও মধুর সম্পর্ক আমাকে খুব আনন্দিত করেছে। অনেক মুসলমানকেই দেখেছি, হিন্দুদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করতে। কিন্তু আমার বাবাকে দেখেছি সারা জীবন ধরে তিনি এক হিন্দুর দোকান থেকে পান কিনতেন এবং সেই পান-বিক্রেতা বুড়োর সাথে বাবার খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। ১৯৭৬ সালে বাবার মৃত্যুর পর সেই পান বিক্রেতার নাতি থেকে আমরা পান কিনে আসছি। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরের একটি হিন্দুবাড়ির সচেতন শিক্ষিত কতিপয় সিনিয়র যুবক আমার পরিচয় পেয়ে আমার বাবা (তাদের শিক্ষক) তাদের প্রতি এবং আমার দাদা (তাদের বাবার শিক্ষক) তাদের পিতা ও চাচাদের প্রতি যে মানবিক অন্তরঙ্গ আচরণ করেছেন সেগুলোর প্রশংসা করায় আমি বুঝলাম, ইসলাম ধর্ম এমন মহত্ত্বই আমার বাবা ও দাদাকে শিক্ষা দিয়েছে।

বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে আমি শৈশব থেকে অধ্যয়ন করে আসছি। আমি যখন নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র (চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ নৌবাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়) তখন থেকে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি নাটক, উপন্যাস, কবিতা ও ধর্মগ্রন্থাবলী (বিভিন্ন ধর্মের) পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বেশি পাঠ করি বলে আমার অধ্যয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তখন আমার পরিবারের সদস্যদের বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলাম, আমার ক্লাস-রোল দুই নম্বরে চলে গেলে দয়া করে আমায় অভিযুক্ত করবেন, নইলে অন্য বই পাঠের কারণে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।

www.amarboi.org

হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহু-ঈশ্বরবাদী চিন্তা এবং বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী– অথচ সবার মাঝেই মানবিক চিন্তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। পবিত্র কোরআনের বঙ্গানুবাদ আমি পুরোটাই পাঠ করেছি; এখনো করি। মেশকাত শরীফের (বিশ্বনবী (সা.) এর হাদীস বা বাণী) সবগুলো খন্ডের বাংলা অনুবাদ আমি পড়েছি। সিহাহ সিত্তাহর (ছয়টি নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ) অন্যান্য হাদীস গ্রন্থও আমি পাঠ করে চলেছি। উপনিষদ, বাইবেল, বেদ, গীতা, ত্রিপটিক প্রভৃতি বিষয়েও আমি আমার অধ্যয়ন শৈশব থেকেই অব্যাহত রেখেছি।

পৃথিবীর স্রষ্টা একজনই; একজন মাত্র আল্লাহই সমস্ত বিশ্বজগত ও সকল কিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই- কোরআনে বরাবর এই বক্তব্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সাথে অংশীবাদ সাব্যস্তকারীর গুনাহ (পাপ) ক্ষমা করবেন না আল্লাহতায়ালা, অন্য যে কোন পাপ তিনি ক্ষমা করবেন বলে আল্লাহ নিজেই কোরআনে মন্তব্য করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহ রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন বলে কোরআনে বলা আছে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যই নবী (সা.)কে নবী বা প্রেরিত মানুষ হিসেবে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন বলে কোরআনে উক্ত আছে।

শৈশবে 'ইয়ানবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা' (হে নবী (সা.) ও হে রাসূল (সা.) আপনি আমাদের সালাম গ্রহণ করুন) অনেকবার শুনেছি, নিজেও পড়েছি কিন্তু তিনি যে নবীদের শ্রেষ্ঠ তা জানতাম না। তিনি যে পৃথিবীর সর্বধর্মের মানুষের জন্য প্রেরিত তাও জানতাম না। তিনি যে মাইকেল এইচ হার্ট রচিত 'দি হানড্রেড' গ্রন্থের এক নম্বরের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী (সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি সমস্ত বিষয়ে) ব্যক্তিত্ব তা জানতাম না। নবী (সা.)-এর শিষ্য (সাহাবী)দের সংখ্যা অন্য কোন নবী অথবা অন্য কোন জ্ঞানী দার্শনিক (যেমন প্লাটো, এরিষ্টটল প্রমুখদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক অনেক কম ছিল। নবী (সা.)-এর অনুসরণ ও ভালোবাসায় তার সাহাবীরা যেমন গভীর অনুরক্ত ছিলেন অন্য কোন লোকের শিষ্যদের disciple) ক্ষেত্রে তা খুব বিরল ঘটনা।

www.amarboi.org

হযরত মোহাম্মদ (সা.) কোন মানুষকে কখনো কষ্ট দেননি এবং নবী (সা.)-এর আচরণের সুন্দরতা ও সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম ও নৈতিকতা সৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপী তাঁর প্রভাব আস্তে আস্তে জানতে জানতে আমি বিস্মিত হয়েছি। ইহুদি এবং খ্রিষ্টান লেখকরাও নবী (সা.) সম্পর্কে ইংরেজীতে হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ধর্মতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (Comparative Theology) বিষয়ে শৈশব থেকেই আমার অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে এসে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে স্পষ্টতম নির্দেশ ইসলাম-ই মানুষকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রদান করেছে। জীবনের প্রতিটি সেক্টরের ব্যাপারে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান দান করেছে।

ক. ইসলামে ঈমানের (বিশ্বাসের) স্বরূপঃ

ঈমান আরবী শব্দ। এর অর্থ বিশ্বাস। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ (Angels), আল্লাহর প্রদত্ত গ্রন্থাবলী (কিতাব), নবী-রাসূলগণ (আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দূত), তাকদীর (ভাগ্য), পরকাল (মৃত্যুপরবর্তী জীবন) এবং পনুরুত্থান (মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হওয়া) প্রভৃতি বিষয়ের উপর মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করে তদানুযায়ী কাজ করার নাম ঈমান বা বিশ্বাস। উপর্যুক্ত সাতটি বিষয়ের একটিকেও যদি কেউ অস্বীকার করে তবে তার ঈমান নেই, সে কাফের বা প্রত্যাখ্যানকারী বা অস্বীকারকারী। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক হলেন মুসা (আ.), তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের নাম তাওরাত। খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তকের নাম ঈসা (আ.), তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাব হল ইঞ্জিল। তাদের নাম ও তাদের উপর নাযিলকৃত গ্রন্থাবলীর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মানা যাবে না। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এই জীবনের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষ কাজ করবে, পরিশ্রম করবে; কিন্তু ভাগ্য নির্ধারিত হবে আল্লাহর নির্দেশে, এটি বিশ্বাস করাও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

www.amarboi.org

খ. ইসলাম ও সমাজ :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এই অর্থে যে, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন– জীবনের প্রতিটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজের প্রতিটি ধর্মের মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ইসলাম নিশ্চিত করে। যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন– তাদের প্রাণ ও সম্পদের (জান-মাল) নিরাপত্তা প্রদানের কথা কোরআন ও হাদীসে রয়েছে। জামাতের সাথে নামাজ পড়া, দুই ঈদের মধ্যে মুসলমানদের সম্মিলন– প্রভৃতি বিভিন্নভাবে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ সামাজিকতা সৃষ্টির প্রণোদনা ইসলাম দেয়। সমাজে শোভন ও নৈতিকতাসম্পন্ন মূল্যবোধ সৃষ্টির তাকিদ দেয় ইসলাম। সমাজে সহিঞ্চুতা, জনকল্যাণ প্রভৃতির উপর ইসলাম খুব গুরুত্ব দেয়।

গ. ইসলাম ও রাজনীতি :

কোরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেছেন: কোরআন শরীফে তিনি কোন কিছুই বাদ দেননি। সব কিছুরই বিধান দিয়েছেন। আইনি ব্যবস্থা, বৈবাহিক ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিধিসহ-সবই কোরআনে নির্দেশিত আছে। সুরা বাকারায় আল্লাহ্ বলেছেন, মানুষকে তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা : রিপ্রেজেনটেটিভ) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। যে প্রতিনিধি সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত-প্রশাসনিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে বিশ্বনবী (সা.)-এর নির্দেশিত পথে পথ চলে জীবনকে পরিচালিত করবে। জীবনের উন্নতি বিধানের জন্যেই মানুষ কাজ করবে কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান তাঁর উদ্দেশ্য হবে। এই নিয়্যতটিই (উদ্দেশ্য) শুধু আল্লাহ্ চান, যেহেতু তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত রাষ্ট্র প্রশাসন ইসলামী বিধিমালা অনুযায়ী নির্দেশিত করে নবী (সা.) মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে তার প্রেসিডেন্টও তিনি ছিলেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী (সা.) কোরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরার কথা মানবজাতিকে বলে গিয়েছেন। বুদ্ধিমত্তা, সততা,

www.amarboi.org

ঈমান (বিশ্বাস) ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে পথ চলতে পারলে এখনো রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইসলাম পৃথিবীতে অনন্যতা সৃষ্টি করতে পারে।

ঘ. ইসলাম ও অর্থনীতি :

কার্ল মার্ক্স একটি অর্থনীতির মতবাদ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনীতিক-সামাজিক সাম্যের কথা তিনি বলেছেন। ব্যক্তিক পর্যায়ে উৎপাদন সম্ভারিত করণের উপর ইসলাম জোর দিয়েছে। তাহলে উৎপাদন বেশী হবে। কারণ ব্যক্তির সরাসরি স্বার্থ তাতে জড়িত। ধনী ব্যক্তির বিবেকের উপর আল্লাহ তার দায়িত্ব দিয়েছেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে যাকাত বা ধনসম্পদ ও অর্থ দান করার বিষয়টি ধনী ব্যক্তির করুণার ব্যাপার নয়। এটি ধনীর পক্ষ থেকে গরীবের মানবাধিকার পালনের জন্য ধনীর ঈমানী দায়িত্ববোধ (Human rights)। নামাজ, রোজা, হজ্বের অবশ্য কর্তব্য ও দায়িত্বের মতই যাকাত দান বা গরীবকে অর্থ দানও ইসলামে একটি ফরজ দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত– যা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বপালনসহ মানব সেবার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

ঙ. জ্ঞান শাখার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক :

ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতি, মনোবিদ্যা নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাসসহ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান শাখার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি হলো মানবের আচরণের বিদ্যা। মনোবিজ্ঞান হলো মানব মনস্তত্ত্বের বিদ্যা। দর্শন হলো বস্তু ও ভাববাদী তত্ত্বের বিদ্যা। বস্তুর ব্যাপারেও ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। মন বা আত্মার মাধ্যমেই তো মানুষ মূলত জ্ঞান চর্চা, উন্নতি অথবা স্রষ্টাকে চেনার সাধনা করে থাকে। সে জন্য মনোবিদ্যা ও দর্শন– দুটো বিষয় ইসলামের খুবই মূলীভূত বিষয়। মনোবিদ্যা আবার দর্শনের একটি শাখা। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমগ্র মানবজাতিকে একই গোত্রভূক্ত করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। বিভিন্ন দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, ভূগোলের মধ্যে তিনি মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সুরা হুজরাত :

www.amarboi.org

আয়াত ১৩) এই বিষয়টি নৃতত্ত্ব, পরিবেশবিদ্যা, ভূগোল বিষয়ের অন্তর্গত। কোরআনে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে অবিশ্বাসীদের পরিণতি কী হয়েছিলো সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তা অনুধাবন করে না? এই প্রশ্নের জবাবের মধ্যে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও সভ্যতার জ্ঞান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ মানুষকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। মহাশূন্যে সব কিছুই ঘূর্ণায়মান। মানুষকে আল্লাহ পুঞ্জিভূত রক্তপিন্ড (সুরা আল আলাক, আয়াত:২) ও বীর্য হতে সৃষ্টি করেছেন- এগুলো কোরআন শরীফে রয়েছে। এই বিষয়গুলো জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও জেনেটিক সাইন্সের অর্ন্তগত। সে জন্য এটি স্পষ্ট যে, মহাজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা যেহেতু সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা; তাই বিশ্বজ্ঞানের সব বিষয়কেই আল্লাহ মানুষের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। আল্লাহ যেহেতু সমস্ত জ্ঞানে জ্ঞানী সে জন্য ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব সমস্ত জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকামী। সততা ও আল্লাহর উপর বিশ্বাসী থেকে মানব কল্যাণের জন্য নবী (সা.) নির্দেশিত পথে মানুষ সমগ্র জ্ঞানের সুস্থ ও নৈতিকচর্চা করে যাবে- এটি আল্লাহর নির্দেশ মানুষের কাছে।

চ. ইসলাম ও অসম্প্রদায়িকতা :

পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি। কোরআনে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে (যারা আল্লাহর অস্তিত্বে অংশীদার স্থাপন করে) আল্লাহ বারবার বুঝিয়েছেন, তারা যাতে বিশ্বাসের ও কল্যাণের পথে ফিরে আসে। বিশ্বাসের পথে ফিরে না এলে দায়দায়িত্ব তাদের। পরকালে সে জন্য তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। নবী-রাসুলদের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর সংবাদটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া, তাদেরকে বিশ্বাসী বানিয়ে ফেলা নয়। নবী (সা.)-এর আপন ও অন্তরঙ্গ চাচা আবু তালেবও ইসলাম গ্রহণ করেননি। 'তোমাদের জন্য তোমার ধর্ম, আমাদের জন্য আমার ধর্ম' একথা কোরআনে আছে। সে জন্য ইসলাম ধর্মাবম্বী না হলে তাকে আঘাত করতে হবে এমন বিধান কোরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর আল্লাহ তা ছেড়ে দিয়েছেন। সে জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

www.amarboi.org

সাম্প্রদায়িক হওয়া, তাদেরকে কষ্ট দেয়া বা আঘাত করা ইসলাম সমর্থন করে না।

ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রচন্ড বিরোধঃ

ইসলাম অর্থ শান্তি। তায়েফের ময়দানে নবী (সা.)কে তায়েফবাসী রক্তাক্ত করেছিলো। কিন্তু নবী (সা.) তাদেরকে আঘাত তো করেন-ই-নি; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। এ জন্যই পরবর্তী সময়ে তায়েফের অনেক অধিবাসী মুসলমান হতে পেরেছে। মসজিদে এক বেদুঈন প্রস্রাব করে দিলে নবী (সা.) তাকে আঘাত না করে বা তাকে না মেরে বা তাকে মৃত্যুদন্ড না দিয়ে বরং বিশ্বনবী (সা.) তাকে বুঝিয়ে বলেছেন যে, মসজিদ মুসলমানদের সেজদা দানের (আল্লাহর প্রতি মাথা ঝুঁকানোর) পবিত্র জায়গা। সে যাতে আর এ ধরণের কাজ না করে (বুখারী শরীফ : ৫৬৬৩ নম্বর হাদীস)। ইসলাম সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গিবাদী হলে সে প্রস্রাবকারীকে হত্যা করা অনিবার্য হয়ে পড়তো। কিন্তু বিশ্বনবী (সা.) বারবার মানুষকে ক্ষমা করে দেয়ার দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন। সুতরাং ইসলামকে জঙ্গি প্রমাণ করার সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা যে একটি কলঙ্কজনক প্রচেষ্টা তা এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ছ. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম :

হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদী ধর্ম। কিন্তু 'একমে বা দ্বিতীয়ম ব্রহ্মা' অর্থাৎ ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয়– এ বক্তব্যও হিন্দুধর্মের শক্তিশালী বিশ্বাস। সবকিছুতে দেবত্ব আরোপ করা হয় আসলে সৃষ্টিতে আত্মার অবস্থানের কারণে। এটিকে সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) বলা হয়। ইসলাম সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে না; এটি একেশ্বরবাদী বা এক আল্লাহবাদী বা তৌহিদবাদী বা একত্ববাদী ধর্ম। সমস্ত সৃষ্টিতে আল্লাহ স্বয়ং নেই; বরং আল্লাহর নির্দেশিত আত্মা রয়েছে। সুরা ইখলাসে (কোরআন) আছে, আল্লাহ অভাব মুক্ত। আল্লাহ সব সৃষ্টিতে স্বয়ং উপস্থিত থাকলে তিনি অখন্ডিত ও অভিভাজ্য থাকেন না; বরং খন্ডিত, বিভাজিত ও অভাবযুক্ত হয়ে যান। অথচ আল্লাহ হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ।

www.amarboi.org

ইহুদি, খ্রিষ্ট ও ইসলাম– এই তিনটি ধর্মই মূলত প্রত্যাদিষ্ট (Revealed) ধর্ম। আল্লাহ নির্দেশিত ধর্ম। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের প্রবর্তকদ্বয় যথাক্রমে মুসা ও ঈসা (আ.)। তাদের দুজনের কলেমা বা ধর্মের মূল বাণী ছিল যথাক্রমে: লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসা কালিমুল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা হল লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তিনজন নবীর কলেমার মূল ভাষ্যই ছিল, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কলেমার শেষাংশে শুধু সেই নির্দিষ্ট নবীর নাম যুক্ত হয়েছে এবং তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা দূত তা মানুষকে মানতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জ. অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য :

যদিও ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্ম মূলত একত্ববাদী ধর্ম, কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে ত্রিত্ববাদ (Trinity) আমদানি করা হয়েছে। জিব্রাইল, মরিয়ম (আ.), ঈসা (আ.) এবং প্রভুকে মিশ্রিত করে একটি অংশীবাদী ধর্ম হিসেবে এটিকে দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ যিশুখ্রিষ্টেরও বাণী ছিল, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। গৌতম বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন: 'মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, তার অন্য প্রভু নেই'। মানুষকে অবশ্যই কেউ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আসলে একমাত্র ও আসল প্রভু। মানুষের আত্মসত্ত্বা ও আত্মচেতনাও তো আল্লাহরই দান। ইসলামের কোরআনে বার বার একমাত্র আল্লাহকে প্রভু মানার জন্য বলা হয়েছে। অংশীবাদীর (শিরক) পাপকে ক্ষমা করা হবে না। ভাল-মন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)– এই নির্দেশনা ইসলামের জন্য অবশ্য মান্য। ইসলামের মৌলিকত্ব হলো আল্লাহর একাত্ববাদে প্রচন্ড বিশ্বাস এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক জীবন পরিচালনা।

ঝ. ইসলাম ও মূল্যবোধ :

ইসলাম প্রচন্ড শুদ্ধতাবাদী ধর্ম। আচরণ ও স্বভাব চরিত্রের শুদ্ধতা ও সুন্দরতা ইসলামে ইবাদত বা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার মতোই

www.amarboi.org

গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পাপ করলে মানুষের ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন হয়। নিষ্পাপ থাকলে তো ক্ষমা প্রার্থনা কম করলেও হয়। ক্ষুদ্র ত্রুটি বিচ্যুতি মানুষের তো হয়েই থাকে। সৎ থাকা, সচ্চরিত্র থাকার উপর ইসলাম অতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। অবাধ যৌন সংস্কৃতির বিস্তার ইসলাম সমর্থন করে না।

ঞ. ইসলাম ও নৈতিকতা :

নৈতিক শুদ্ধতার ব্যাপারে ইসলাম খুব জোর দেয়। অনৈতিক ও অবৈধভাবে নারী পুরুষের সম্পর্ক সৃষ্টিকে ইসলাম বড় পাপ বলে নির্দেশ করে। সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিকতাকে অবলম্বনের উপর ইসলাম ভীষণ গুরুত্ব প্রদান করেছে। নৈতিকতা হচ্ছে কল্যাণের চাবিকাঠি, অনৈতিকতা অকল্যাণই ডেকে আনে। তাই ইসলাম সবাইকে নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে সবার জন্য সব রকমের কল্যাণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চায়।

ট. ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ), এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এটি ইসলামের মূলমন্ত্র। দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া, বৎসরে এক মাস রোজা রাখা, সামর্থবানদের জন্য যাকাত দেয়া এবং হজ্জ করা (জীবনে একবার হলেও) ইসলামের ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বিধান। অতিরিক্ত নফল ইবাদত করা, সময় সুযোগ বের করে নিয়ে জিকির বা আল্লাহকে স্মরণ করা, (সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা) ইসলামে আল্লাহর অনুগত হবার ও আল্লাহর ভালোবাসা পাবার অতীব জরুরী মাধ্যম। ইসলাম শরীয়তের পূর্ণ আদেশ পালন করে অধিক নফল (অতিরিক্ত) এবাদতের মাধ্যমে অধ্যাত্মিকতা বা মারেফত বা সুফিবাদের দিকে অগ্রসর হতে হয়। প্রতি মধ্যরাতে তাহাজ্জুদ নামাজ এবং সপ্তাহে দুই একবার রোজা রেখে সুফিবাদের দিকে অগ্রসর হতে হয়। চোখের দৃষ্টির মাধ্যমেও পাপ করা কোরআন ও হাদীস সমর্থন করে না। হাত বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যৌন পাপ করার তো প্রশ্নই আসে না। যৌনতার

www.amarboi.org

ব্যাপারে নিষ্পাপ থাকা আধ্যাত্মিকতার পথে উন্নতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কোরআনে বলা হয়েছে, যে পবিত্রতা অর্জন করেছে সে মুক্তি পেয়েছে। আত্মাকে পাপ মুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হলে জান্নাত লাভ হবে বলে কোরআনে উল্লিখিত আছে। শরিয়তের বিধান না মেনে মদ-গাঁজা খেয়ে, নারীসঙ্গ চালিয়ে, চুল বড় রেখে, যারা আধ্যাত্মিক সাজে সে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে হয়। হারাম খেয়ে আধ্যাত্মিকতা লাভ করা যায় না। বিশ্বনবী (সা.)কে পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমেই বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.), খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (র.) সহ অনেক সুফি সাধক তাদের আধ্যাত্মিকতায় চরমতম উন্নতি সাধন করেছিলেন।

ঠ. আস্তিকতা ও নাস্তিকতার পক্ষে বিপক্ষে :

যারা নাস্তিক তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আরবী কাফির শব্দের অর্থ অস্বীকারকারী। যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করে তারা হলো মুশরিক। কোরআন শরীফে কাফির ও মুশরিকদেরকে বার বার সর্তক করে দেয়া হয়েছে তাদের অবিশ্বাসী হবার কারণে। পরকালে তাঁদের পরিণতি হবে খারাপ। দোজখে গিয়ে কাফিররা দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইলে তাদেরকে আর সে সুযোগ দেয়া হবে না। অনন্ত কালের জন্য তাদেরকে দোজখের আগুনে দগ্ধ হতে হবে।

কোরআনের যুক্তি বিনিময় পদ্ধতি খুবই চমৎকার। নাস্তিকদের নাস্তিকতা বা কাফিরদের অবিশ্বাসী হবার দায়দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে– একথা কোরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সকল মতবাদের উপর ইসলামী মতবাদই সে বিজয়ী হবে– সে কথাও কোরআনে বর্ণিত আছে। কাফির তথা নাস্তিক ও মুশরিকদের কাছে আল্লাহর ধর্মের বিজয় পীড়াদায়ক হলেও আল্লাহ ইসলামকেই অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম ও দর্শনকেই বিজয় দান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

www.amarboi.org

ড. আত্মধ্যান (Spiritual work, Meditation), প্রতিজ্ঞা (নিয়ত) এবং ইসলাম ধর্মের মৌল প্রবণতা :

ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে সে শরিয়তি নির্দেশগুলো আত্মধ্যান ও আধ্যাত্মিক পরম অনুধ্যানের মাধ্যমে (আল্লাহ্ প্রেমে মগ্ন থেকে) সাধন করতে সক্ষম হলেই আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে। অবশ্যই তা হতে হবে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে। মৃত্যুর পরও কিছু কাজ সে মৃতের জন্য পূণ্যের কারণ হয়ে থাকে। যেমন জনগণের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট প্রতিষ্ঠা করে গেলে, ভালো বই লিখে গেলে এবং সৎ সন্তান পৃথিবীতে রেখে গেলে। ইসলামে আল্লাহ্ প্রেম ও আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব যে কত গভীরতমভাবে সম্পন্ন করা দরকার তা উপর্যুক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়। ইবাদত শুধু করার জন্য করছি এভাবে করলে হবে না। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাপ্রবণ হয়ে প্রার্থনা করতে হবে।

নবী (সা.)-এর বাণী হাদীসে আছে, নামাজের সেই অংশই কবুল বা মঞ্জুর হয় যতটুকু আল্লাহর প্রতি গভীর অনুভব ও প্রেমময়তায় ও তীব্রতম ভালোবাসাময়তার মাধ্যমে সাধিত হয়। এ ধরনের নিবিষ্টতা সৃষ্টি না হলে ইবাদতে প্রকৃত প্রশান্তি পাওয়া যায় না। এ ধরণের গভীর ধ্যানময়তায় ইবাদত সম্পন্ন করার নামই হলো নিয়ত বা প্রতিজ্ঞা। আজকাল কোয়ান্টম মেথডের মাধ্যমে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে মানব উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে– একত্ববাদের ধ্যানময়তার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের কথা বিশ্বনবী (সা.) দেড় হাজার বছর আগেই বলে গিয়েছেন।

ঢ. আল্লাহর প্রতি গভীর ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ও হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে ভালোবেসে অনুসরণ করাই ইসলামের প্রকৃত পথ :

মেশকাত শরীফের ২৩৮৩ নম্বর হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গভীরভাবে বিশ্বাস করাই হলো শ্রেষ্ঠ আমল বা কাজ। যে যত ইবাদত বা প্রার্থনাই করুক না কেন– আল্লাহকে একমাত্র প্রভু না মেনে আমল করলে তাতে কোন কাজ হবে না। ইবাদত কবুল

www.amarboi.org

হবার শর্তই হলো প্রবলভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং ফেরেশতা, নবী-রাসূলগণ, ভাগ্য (তকদির), পরকাল (আখিরাত) ও পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা। কোরআনে আল্লাহতায়ালা নবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী (সা.) অবশ্যই উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। নবী (সা.)কে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য নবী ও রহমত বা আশীর্বাদ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কোরআনে আল্লাহ এ-ও বলেছেন যে, নবী (সা.)কে ভালোবেসে তাঁকে অনুসরণ করলে আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসবেন।

কিয়ামতের দিন নবী মুহাম্মদ (সা.) যে আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন; অন্য লক্ষাধিক নবী যে তা পারবেন না তাও আমরা কোরআনের মধ্যে প্রাপ্ত হই। আল্লাহ স্বয়ং নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পড়েন অর্থাৎ তাঁর জন্য রহমত বর্ষণ করেন এবং মানুষরাও যাতে নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন (আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা....) বা অন্য কোন দরুদ শরীফ– তা-ও কোরআনে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। কোরআন শরীফের বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন হলেন হযরত মোহাম্মদ (সা.)। সে জন্য ইসলাম মানে আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মেনে নবী (সা.)কে ভালোবেসে তাঁকে অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যের পথ অন্বেষণ করা।

গ. বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও মানব কল্যাণ :

ইহুদি, খ্রিষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ, হিন্দু– প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে। প্রতিটি ধর্মেই আসলে মানবতা, মনুষ্যত্ব ও কল্যাণের কথাই আছে। ধর্মগত কারণে অনেক যুদ্ধ এবং রক্তক্ষয়ও হয়েছে। অনেক সময় মানব জ্ঞানের অপূর্ণতা ও অদূরদর্শিতার কারণেও অনেক ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে। মধ্যযুগে প্রায় দুশ বছর যাবৎ ইহুদি খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে যা ক্রুসেড নামে অভিহিত আছে। ধর্মের নামে একে সংগঠিত করা হলেও খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা বিশ্বে মূলত তাদের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখার জন্য দুঃখজনকভাবে এ যুদ্ধ মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

www.amarboi.org

একজন মানুষকে (যে ধর্মেরই হোক) অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে আল কোরআনে। সে জন্য কোরআন, হাদীস ও ইসলাম মানব হত্যা ও সন্ত্রাসকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না। প্রতিটি ধর্মের ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যাবে, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস স্বাক্ষী যে, ধর্মচর্চার কারণে মানব জ্ঞান যেমন বিস্তৃত হয়েছে, মানুষ যেমন মানবিক হয়েছে, তেমনি বিশ্বব্যাপী কল্যাণের ও শান্তির পথও ক্রমাগত অগ্রসর হয়েছে।

ত. ইসলামের নামে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং প্রকৃত ইসলামের স্বাতন্ত্র্য :

কাদিয়ানি, শিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ ইসলামের নামে চালু আছে। ইসলাম একটি বিস্তৃত পঠন-পাঠনের ধর্ম। পৃথিবীতে কোরআনই একমাত্র অবিকৃত গ্রন্থ। বাইবেল বিকৃত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের গ্রন্থাবলী মানবরচিত। কোরআনই পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যা মুখস্তকারী লক্ষ লক্ষ হাফিজ রয়েছে; পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের তা নেই। মহানবী (সা.)-এর হাদীস বা বাণীরও অনেক সংখ্যক হাফিজ পৃথিবীতে ছিলেন। অবিকৃত গ্রন্থ কোরআন ও নবী (সা.)-এর নির্ভরযোগ্য হাদীসের সমর্থনে যে মতবাদ কাজ করে না (শিয়া, কাদিয়ানি ইত্যাদি) তা প্রকৃত ইসলামপন্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কাদিয়ানি ও শিয়াদের উচিত কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত ব্যাখ্যায় ফিরে আসা। ইসলাম একটি জীবন্ত মতবাদ। পৃথিবীর বহু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ ভাষায় কোরআন হাদীস নিয়ে স্বধর্মী বিধর্মীর লেখা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রয়েছে। অসৎ বুদ্ধিজীবীদের প্ররোচনায় বিভিন্ন সময় একটি সৎ সুন্দর মতবাদও অনেক সময় একটা হতচকিত অবস্থার মধ্যে পড়ে। প্রকৃত জ্ঞানতত্ত্বই অপর প্রকৃত সত্যকে উদ্ধার করে।

থ. অবক্ষয়িত খ্রিষ্টবিশ্ব এবং ইসলাম :

ইউরোপ ও আমেরিকা প্রযুক্তি ও বাণিজ্যে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আছে, সন্দেহ নেই। বিশ্বায়নের নামে অর্থনীতির সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে তৃতীয়

www.amarboi.org

বিশ্বের প্রায় ৩৮০ কোটিরও অধিক মানুষকে মানবেতর জীবন যাপন করতে তারা বাধ্য করেছে। নোবেল বিজয়ী কবি টি. এস. এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' কাব্যে আমরা পাই যে, সতের-আঠারো শতকে একজন নারী তার সতীত্ব হারালে সতীত্ব হারানোর কষ্টে সে আত্মহত্যা করতো। কারণ সতীত্বের মতো শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সে হারিয়ে ফেলেছে। অথচ ১৯২২ সালে ওয়েস্ট ল্যান্ড (পোড়ো ভূমি) প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের প্রথমভাগে একজন নারী তার সতীত্ব হারিয়ে সেটিকে কোন কিছুই মনে করছে না। বরং সে উচ্চ বাদ্য বাজিয়ে সতীত্ব হারানোর পরের মুহূর্তেও জীবনকে ভোগ করে চলেছে নির্দ্বিধায়। সে জন্য এটি স্পষ্ট হয় যে, খ্রিষ্টীয় বিশ্বে সতীত্ব, সচ্চরিত্রতার উচ্চ মূল্য ছিলো। ক্রমশ তা নষ্ট হতে হতে এখন তা শূন্যের কোঠায় পৌছেছে।

অবাধ যৌনতার এই বিস্তারের কারণে এইডস নয় শুধু, বিভিন্ন জটিল রোগ ব্যাধির কারণে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিকৃত জটিল রোগের কারণে মানুষ আত্মহত্যা করছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে শুধু যৌন সম্ভোগ চলছে, বৈধ সন্তান উৎপাদন খুবই কম। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার মতো মানব উৎপাদন করতেও তারা ব্যর্থ হচ্ছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর সেই পুরুষ ও নারীর কাছে আর কেউ যৌন সম্ভোগের জন্য যাচ্ছে না– ফলে তারা নিজেদেরকে জীবনের জন্য অপাংতেয় মনে করে আত্মহত্যা করছে। পঞ্চাশেই যৌনশক্তি ক্রমশ হ্রাস পায়; চল্লিশের পরের যৌনশক্তি ও বিশের পরের যৌনশক্তির তীব্রতা এক নয়। সম্ভোগ কত করতে পারে মানুষ? কতদিন তীব্রতর যৌন শক্তির সাথে বাস করতে পারে? ইসলাম অবাধ যৌনতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। শারীরিক অবৈধ কাম (Un ethical physical sex) চরিতার্থ করার ব্যাপারে ইসলাম মৃত্যুদন্ডের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। অথচ বৈবাহিকভাবে বৈধ কাম চরিতার্থ করাকে ইসলাম শুধু জায়েজ বা আইনসিদ্ধই করেনি; বরং সেটাকে পূণ্যের কাজ বলেও ঘোষণা দিয়েছে। ইসলামের এই বিধি পাশ্চাত্য বিশ্ব মানলে সভ্যতা রক্ষার ব্যাপারে তারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারতো। ইসলামের এই জ্ঞানতত্ত্ব ইসলামিক সভ্যতার ভিত্তিমূলকে নতুন করে বিনির্মাণ করছে। কারণ পাশ্চাত্যের

www.amarboi.org

কারণে সভ্যতার মরণদশা সৃষ্টি হয়েছে। শারীরিক ব্যভিচার (জিনা) বা অবৈধ যৌনতার কাজ করা তো ইসলামে প্রশ্নই আসে না; বরং চোখকেও পাপ দৃষ্টি থেকে সরিয়ে এনে পূণ্যতার কাছে লাগানোর জন্য কোরআন নির্দেশ দিয়েছে। সে জন্য ইসলামের এই শুদ্ধতার ও নৈতিকতার পথে চললেই পাশ্চাত্য বিশ্বসহ সমস্ত বিশ্বে নৈতিকতার সূচনা ও অবক্ষয়মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে বলে আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি।

দ. বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল ও ইসলাম :

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিদ্যা-জ্ঞানের বিচিত্র বিষয়ের বুদ্ধিজীবী রয়েছেন পৃথিবীতে। বুদ্ধিজীবীরা সভ্যতার অনুসন্ধান করেন। মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য এবং দারিদ্রমুক্তির জন্য তারা লিখেন। পৃথিবীতে নৈতিকতার বিজয়ের জন্য তারা কাজ করেন। অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন, ধর্মনিরপেক্ষভাবে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ধর্মের ভালো দিকের তারা প্রশংসা করছেন। ধর্মের নামে অধর্মের তারা সমালোচনা করছেন। ধর্মের নামে যারা অধর্ম করে তাদের প্রবল শাস্তির ঘোষণা আমি দিচ্ছি। যারা প্রকৃত ধার্মিক, আল্লাহ অন্ত-প্রাণ এবং আল্লাহর প্রতি সমর্পিত; তিনি কখনো কাজে ও চিন্তায় তো নয়ই; ইশারা বা ইঙ্গিতেও পাপ করতে পারেন না। মানুষের অমঙ্গলও তার পক্ষে সাধন করা সম্ভব নয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন, ধর্মের সাথে যাদের অনেক দূরত্ব রয়েছে। দু-চারজন আছেন, যারা হয়তবা ব্যক্তিসাধনে ধর্মচর্চা করেন; তবে ধর্ম বিষয়ে তারা তাদের মতামত খুব একটা ব্যক্ত করেন না। অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকলেও বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আছে এমন বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাও আসলে কম। এ কারণেও অনেক সময় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ধর্ম সম্পর্কে অগভীর ও অসত্য মন্তব্য করে থাকেন। পৃথিবীর প্রায় সব লোক কোন না কোন ধর্ম বিশ্বাস করে থাকে; হয়তো ধর্মের বিধান মানে অথবা মানে না। বুদ্ধিজীবীতাকে সার্থক করতে হলে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করা যাবে না এবং অসত্য ও

www.amarboi.org

অগভীর বিভ্রান্ত মন্তব্য করা যাবে না। বরং ধর্মের বাণী ও কর্মপদ্ধতি কীভাবে অধিকতর জ্ঞানমুখী করে মানব কল্যাণে সেটাকে ব্যবহার করা যায়– সে ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

ধ. বিশ্বাস (ঈমান) ও খেয়ালিপনারা সম্পর্ক:

আল্লাহ্ আছেন কি নেই, একজন মানুষ ধর্ম পালন করবে কি করবে না- এ বিষয়গুলো মানুষের চেতন-অবচেতন ভাবনার উপর নির্ভর করে। করব, করছি করে কেউ ধর্ম পালন করে, কেউ করে না। ধর্ম পালন করবো আস্তে ধীরে; এত তাড়াহুড়োর কি আছে, এমন ভাবনাও অনেককে তাড়িত করে। ইহজীবনে মানুষ যেমন লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করে; আল্লাহও ইহজগতকে পরজগতের চূড়ান্ত লক্ষ্যের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। সে জন্য মানুষের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এমন হওয়া উচিত যে, সে ধর্ম পালন করবে। এত বিদ্যা মানুষ অর্জন করে, ধর্মজ্ঞান অর্জন করা তো কঠিন কিছু নয়। মানুষ খেয়ালী না হয়ে যদি উদ্দেশ্যমুখীভাবে তার জ্ঞানচর্চাকে চালাতে চায় তাহলে ধর্মজ্ঞান তার জন্য জরুরী হয়ে পড়ে। প্রকৃত ধর্ম কখনো মানুষকে অসহিষ্ণু ও অমানবিক করে না, যদি কোন ধর্মাচারী তা করে তবে সেটি যে তার ভুল সেটি তাকে বোঝাতে হবে। তবেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে।

ন. সভ্যতার সংখ্যাতত্ত্ব (Clash of civilization) ও ইসলাম:

হান্টিংটন ইসলাম ধর্মের নেতিবাচকতা প্রদর্শন করার মাধ্যম হিসেবে সভ্যতার সংখ্যাতত্ত্বকে (Clash of civilization) উপস্থাপন করেছেন। সভ্যতা ও ইতিহাস তো অচেতন বিষয়, এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সচেতন মানুষ। সভ্যতা ও ইতিহাসকে ধর্মের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হ্যান্টিংটনের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্কিনী সভ্যতা ও সমাজকে স্থায়িত্ব দান মানসে ইসলাম ধর্মের মত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মতবাদের উপর কলঙ্ক লেপন করা হান্টিংটনের জন্য অবশ্যই মানবিক কাজ হয়নি। পৃথিবীর প্রকৃত গভীর কল্যাণকামী বুদ্ধিজীবীরা

www.amarboi.org

হ্যান্টিংটনের এই মতবাদকে মেনে নেয়নি। প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই যে মানবের জন্য কল্যাণকর দিক রয়েছে তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল বুদ্ধিজীবীর অনুধাবন করতে হবে।

প. বিশ্বশান্তির জন্য আন্তধর্মীয় (Inter-Religion) ও আন্ত সাংস্কৃতিক (Inter Cultural) সংলাপ জরুরী:

বিশ্ব এখন একটি বিশ্বগ্রামে (Globalvillage) পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির যোগাযোগ খুব তুঙ্গে এখন। প্রযুক্তি ও মিডিয়াকে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মের আন্তযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কল্যাণমুখী সংলাপের (Dialogue) মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

ফ. আন্তর্জাতিকতা ও ইসলাম :

সারা বিশ্বের মানুষ একই আল্লাহর সৃষ্টি। বিশ্বের সাতটি মহাদেশের ২১০টি দেশের সমস্ত মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। প্রতিটি ধর্মের মানুষের চেহারা, শরীর সংস্থাপন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একজন স্রষ্টারই পরিকল্পনায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। সে জন্যই ইসলামে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে (একাত্ববাদ বা তাওহীদ) এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: মানুষকে তিনি একই বর্ণগোত্রে না রেখে বিশ্বময় পরিবেশ ও বর্ণগোত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা হুজরাত আয়াত :১৩)। বৈচিত্র্যই আল্লাহর কাম্য। বিশ্ব পরিবার আল্লাহরই রচনা। সে জন্য ইসলামী ধর্মদর্শনের মতবাদ স্থানিক বা দৈশিক নয়; বরং তা আন্তর্জাতিক। দু:খজনক হলেও সত্য, আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বায়নের (Globalization) নামে বিশ্ববাণিজ্য ও বিশ্বপ্রভাব সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইসলামের নামে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের বিস্তারই বর্তমানে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ঘটছে। একটি জীবন্ত ও সত্য মতবাদ ইসলামের বিজয় যে অন্য মতবাদের চেয়ে প্রখর ও চূড়ান্ত হবে যুগে যুগে, তা ইতিহাস পাঠেও অনুধাবন করা যায়।

www.amarboi.org

ধর্মের অনুসারীদের পরিপক্ক জ্ঞান, দুরদর্শিতা ও মানবপ্রেম থাকলে ইসলাম বিজয়ী হয়; এ গুণাবলী না থাকলে ইসলামের পরাজয়ও সামাজিকভাবে ঘটতে ইতিহাসে দেখা গেছে। একমাত্র আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মেনে এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে ভালোবেসে অনুসরণের দৃষ্টান্ত মুসলমানরা যে দেশেই সম্ভাবিত করতে পারবে সে দেশেরই প্রকৃত বিজয় ঘটবে। ইসলাম ধর্মের শক্তি হলো এর মত প্রকাশের স্বাধীনতায়। বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু জ্ঞানগত সমন্বয় জরুরী।

কোন দল জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধে বিশ্বাসী, কোন দল দাওয়াত বা আল্লাহর প্রতি আহবানে বিশ্বাসী, কোন দল জিকির (আল্লাহর স্মরণ) বিশ্বাসী। স্মর্তব্য যে, প্রকৃত ইসলাম হলো এগুলোর সমন্বয়। এখানেই ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক শক্তি নিহিত। জ্ঞানের বিচিত্র শাখা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতিতে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত করলে ইসলামের বিজয় সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। মহাজ্ঞানী আল্লাহর মহাজ্ঞানের নিদর্শন কোরআন আসলেই বিশ্বের প্রতিটি জ্ঞানের আকরগ্রন্থ। আল্লাহর প্রতি প্রচন্ড বিশ্বাস রেখে নবী (সা.)-এর জীবন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপুলচর্চা করলেই বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

www.amarboi.org

দুই : কোরআন পর্ব

কোরআনের কতিপয় সুরা ও সুরা হাশরের অর্থের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য:

কোরআন আল্লাহর বাণী। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কথা, কর্ম ও অনুমোদন মূলত রাসূলের হাদীস। কোরআন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কর্তৃক রচিত এবং নবী (সা.)-এর কাছে তা ওহি আকারে হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে ২৩ বছর যাবৎ অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন মানবজাতির দিক নির্দেশিকা। শুধু ইসলাম ধর্মের লোকের জন্য নয়; সমগ্র বিশ্ববাসীর জীবনদর্শনের সারাৎসার কোরআন শরীফে আছে। আল্লাহর একত্ববাদ, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্বের কথাতো কোরআনে আছেই; সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-দর্শন-সংস্কৃতি-শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনকে কীভাবে সার্বিক ও সামগ্রিক উপায়ে যাপন করতে হবে সে ব্যাপারেও কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

অ. সুরা ফাতিহা :

জীবন ও জগতের দিকনির্দেশিকা সুরা ফাতিহাকে কোরআন শরীফের মা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মেশকাত শরীফের ২০১০ নম্বর হাদীসে ফাতিহাকে শ্রেষ্ঠ সুরা বলা হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ যাতে কোরআনের নির্দেশিত পথে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে তাদের জীবনকে যাপন করে সে কথা সুরা ফাতিহায় উল্লেখিত আছে। এই সুরায় বলা হয়েছে: সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু। বিচার দিবস অর্থাৎ পুনরুত্থানের প্রহর– যেদিন সমস্ত মানবের পাপ-পূণ্যের বিচার হবে সে দিবসের তিনি মালিক। শুধু আল্লাহর (অন্য কারো নয়) ইবাদত করা এবং একমাত্র আল্লাহ্ কাছে সাহায্য পাওয়ার কথা এখানে উক্ত আছে। মানুষকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহর কাছে এই সুরায় প্রার্থনা করা হয়েছে। যে সমস্ত লোক সৎ, বিশ্বাসী (একমাত্র আল্লাহর প্রতি) এবং ঈমানের সমস্ত শাখার প্রতি, নবী-রাসূলগণের অনুসারী এবং মানুষের কল্যাণকামী, সর্বোপরি যারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাদের পথে

www.amarboi.org

আমাদেরকে যাতে আল্লাহ্ পরিচালিত করেন সে জন্য প্রার্থনা করতে আল্লাহ্ এই সুরায় মানুষকে শিখিয়েছেন। যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর বিশ্বাস ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলে না, সে কাফির (অস্বীকারকারী), মুশরিক (অংশীবাদ সাবাস্তকারী), মুনাফিক (কপট) ও অসত্যপন্থীরা পথ চলেছে তাদের পথে যাতে আল্লাহ আমাদেরকে চালিত না করেন সে জন্য আল্লাহর কাছে এই সুরায় সাহায্য চাইতে আল্লাহ মানবজাতিকে শিখিয়েছেন। সে জন্য সুরা ফাতিহা হলো কোরআনের এবং ইসলামী জীবনদর্শনের সারমর্ম। এ জন্য এই সুরার মর্মার্থকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করে আমাদেরকে প্রকৃত ধার্মিকতার পথে নিবিষ্ট হতে হবে।

আ. সুরা আসর :

বিশ্বাস ও সৎকর্মের তাৎপর্য-নির্দেশক এই সুরাটি গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে, এই সুরাতে মহাকালের শপথ করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে, 'মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কিন্তু প্রকৃত এবং একক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়। জগতের মোহে পড়ে পাপ, অনৈতিকতা ও অকল্যাণকর কাজে তারা লিপ্ত আছে। কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় বলে এই সুরায় বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছে, সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। সুতরাং ঈমান বা বিশ্বাসের যে উপকরণ আল্লাহ, ফিরিস্তাগণ, নবী রাসূলগণ, তাকদির (ভাগ্য), আসমানী গ্রন্থাবলী, পরকাল (আখিরাত) এবং পুনরুত্থান (মৃত্যুর পরে জন্মলাভ ও বিচার সম্পন্ন হওয়া) এগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা- সেগুলোর প্রতি গভীরভাবে, এক আল্লাহর প্রতি প্রবলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে প্রকৃত সত্যপন্থী হয়ে মানবকল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার কথাই এই সুরার মর্মদর্শন।

ই. সুরা কাফিরন :

এই সুরায় অবিশ্বাসীদের (কাফির ও নাস্তিক) উদ্দেশ্যে করে নবী (সা.) বলেছেন যে, কাফিররা যাদের ইবাদত করে, বিশ্বনবী (সা.) তার

www.amarboi.org

ইবাদত করেন না। কাফিররা তাঁর ইবাদতকারী নয়; নবী (সা.) যার ইবাদত করেন। সে জন্য সুরার সর্বশেষ বাক্যে বলা হয়েছে, "তোমাদের দীন (ধর্ম), তোমাদের, আমার দীন আমার"। ইসলামে বহুদেবতা ও পৌত্তলিকতার স্থান নেই। একমাত্র আল্লাহকেই জীবন ও জগতের একমাত্র নির্দেশদাতা হিসেবে জানতে হবে এবং মানতে হবে। সে জন্য অবিশ্বাসী কাফির মুশরিকদের সঙ্গে প্রকৃত মুসলমানের ইবাদতের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

ঈ. সুরা নাস : আত্মসত্তাকে পবিত্র রাখার মাধ্যম :

সুরা নাসের মধ্যে মানুষের প্রতিপালক আল্লাহর স্মরণ নেয়ার কথা উল্লিখিত আছে। মানুষের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী একমাত্র আল্লাহর প্রতি এবং পাপী ও অনৈতিক তারা মূলত মানুষরূপী শয়তানের মত। কারণ তারা মানুষকে অশ্লীলতা, পাপ, অকল্যাণ এবং পরকাল বিমুখতার প্রতি প্ররোচিত করে। জ্বিনরূপী শয়তান মানুষের অন্তরে পাপ, অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনাচার, অকল্যাণ ও অনৈতিকতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে মানুষের মনকে পাপ ও অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। সে জন্য আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রনাদাতা জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান হতে এই সুরায় আশ্রয় প্রার্থনা করে আল্লাহর কাছে এখানে শক্তি চাওয়া হয়েছে। মানুষ খেয়ালের বশে এবং মোহে আকৃষ্ট হয়ে পাপ কাজ, অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনতায় মজা পেয়ে গেলে ভাল পথে ফিরে আসতে তাদের দেরী হয়ে যায়। শয়তান গোপনে মানুষকে এইভাবে পাপের পথে নিয়ে যায় বলে এই সুরায় শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার মানুষ যে কত অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনতা ও পাপাচারে লিপ্ত তা সচেতন, নৈতিক শিক্ষিত মানুষ মাত্রেই জানেন। এ জন্য এই সুরার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে পাপমুক্ত রেখে নৈতিক সুন্দরতা ও কল্যাণের পথে

www.amarboi.org

অবশ্যই পরিচালিত করবেন। সে জন্য অবশ্য আল্লাহর কাছে মন থেকে চাইতে হবে।

উ. সুরা ইখলাস : প্রবল একত্ববাদ ও আল্লাহর তত্ত্বদর্শন :

মেশকাত শরীফের ২০১৮ নম্বর হাদীসে হযরত মোহাম্মদ (সা.) সুরা ইখলাসকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ হিসেবে অভিহিত করেছেন। ৩০ পারা কোরআন শরীফে আসলেই প্রায় ১/৩ অংশ জায়গায় আল্লাহর একত্ববাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং আল্লাহকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আল্লাহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি কারো সৃষ্ট নন। আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই। এই মূল বক্তব্যটি সকল নবী-রাসূলই সারা জীবন ধরে প্রচার করে গেছেন। 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ)। পৃথিবীর অনেক অশিক্ষিত লোক তো বটেই; অনেক শিক্ষিত লোকও, এমনকি অনেক বুদ্ধিজীবীও আছেন যারা তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে জ্ঞানী হলেও ধর্মতত্ত্বজ্ঞানে (Theology) অনেকেই খুব কম জানেন। তারা অনেকেই অবিশ্বাস নিয়ে সগর্বে দিনযাপন করেন। তাদেরকেও সতর্ক করার জন্য এই সুরাটি একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য।

উ. আয়াতুল কুরসি : আল্লাহর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা:

সুরা বাকারার এই অংশটি (সুরা বাকারার ২৫৫-২৫৬ নম্বর আয়াত) গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এখানে আল্লাহর অসীম গুণাবলী বিবৃত করা হয়েছে। সুরাংশের ২৫৫ নম্বর আয়াতের বাংলা অনুবাদ আমি উপস্থাপন করছি। 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ (উপাস্য) নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই (অধিকারে)। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও

www.amarboi.org

পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোন কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসী (আসন) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না, আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।'

আল্লাহর আসন আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত ভাষ্যের অর্থ হলো, সর্বসৃষ্টির ব্যাপারেই তিনি অবগত এবং সেগুলোর সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণরত। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁর জন্য অপ্রয়োজনীয়। চিরজীবী তিনি। পৃথিবীর সবকিছু মরণশীল, আল্লাহ ছাড়া। এত বড় বিশ্ব ও গ্যালাক্সির (ছায়াপথ) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। সুতরাং কত বড় ও মহান স্রষ্টা তিনি। পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষটির জ্ঞান আল্লাহরই দেয়া। সকলের জ্ঞান ও সমস্ত কিছু আল্লাহরই প্রদত্ত। যাকে তিনি যতটুকু জ্ঞান দেন ঠিক ততটুকু জ্ঞানেরই সেই ব্যক্তি অধিকারী হন। তিনি এমন পরাক্রমশালী যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সময়ের বিচার দিবসে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কেউ কোন বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবে না। এক লক্ষ বা মতান্তরে দুই লক্ষ নবী-রাসূলদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.)ই বিশ্বনেতা, যিনি সর্বপ্রথম সেই বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবেন। বিশ্বের আগত, অনাগত সমস্ত মানুষের নেতা হযরত মোহাম্মদ (সা.) এমনই প্রভাবশালী বিশ্বনবী যে, তিনিই সেই মহান দিবসে আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন। সে জন্য আমাদের উচিত নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা। কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন : 'আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেস্তাগণ নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন।' আল্লাহর দরুদ পাঠ হল নবী (সা.)-এর প্রতি দোয়া কামনা করা। হাদীসে আছে, একবার নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহতায়ালা তার জন্য দশবার রহমত (আশীর্বাদ ও ভালোবাসা বর্ষণ করেন)।

২৫৬ নম্বর আয়াতে রয়েছে ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। মানুষ স্বেচ্ছায় ধর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। কারণ আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান ও বিবেক দান করেছেন। যতটুকু তার সামর্থ আছে, ততটুকু ইবাদতই আল্লাহ তার কাছে চান। মন থেকে এবং খুশি হয়ে আল্লাহর ইবাদত

www.amarboi.org

করতে হবে। মন চায় না তবুও করছি এমন ইবাদত ফল দান করবে না। সে জন্য আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি গভীর প্রেম দরকার। আল্লাহ যেমন প্রবল পরাক্রমশালী, ক্ষমতাধর, শাস্তিদাতা, কঠোর, তেমনি তিনি পরম দয়ালু, করুণাময়, শান্তি এবং নিরাপত্তা দানকারী। তিনিই একমাত্র প্রভু; আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রকাশ্য ও সুপ্ত সর্ব বিষয়ে অবগত এই ভাষাটি সুরা হাশরেও রয়েছে। যে অংশীবাদীরা আল্লাহর সাথে অংশীদারী সাব্যস্ত করে (শিরক করে) আল্লাহ্ সেই শিরক বা অংশীবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। মানুষ যদিও কম পরিমানে আল্লাহর প্রশংসা করে, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি (গাছপালা, পশু, পাখি, চন্দ্র, সূর্য সবকিছু) আল্লাহর সার্বক্ষণিক প্রশংসায়রত। সুতরাং আমাদেরও আল্লাহর প্রশংসায় সব সময় ব্যাপ্ত থাকতে হবে। কারণ মানুষ ও জ্বীনকে আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে তিনি কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।

যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শরীর-মেধা-মনন দান করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকে আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ্কে শুধু দিনে পাঁচবার নামাজ নয়, তাহাজ্জুদ নামাজ (মধ্যরাতে), ইশরাক নামাজ (ফযরের সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘন্টার মধ্যে), আওয়াবীন নামাজ (মাগরিব নামাজের পর ছয় রাকাত) এবং শুধু এক মাস রোজায় নয় সপ্তাহে আরো কমপক্ষে দু-একদিন রোজা রাখার মাধ্যমে নিজেদের অন্ত রাত্মাকে পাপমুক্ত করার সাধনা করে রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যকামী হতে হবে। তবেই আমাদের ইহ্জগৎ এবং পরজগতের জীবন সার্থক হবে। আমরা চাকুরি, ব্যবসা ও অন্যান্য কাজকর্মে রত থেকে ফরজ এবাদত তো বটেই, নফল এবাদত করারও চেষ্টা করবো।

সার্বক্ষণিক জিকির (স্মরণ, সোবহানল্লাহ– আল্লাহ পবিত্র, আলহামদু লিল্লাহ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) এবং দরুদ শরীফ (দরুদে ইব্রাহিম, আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মোহাম্মাদিও... বা অন্য কোন দরুদ) পাঠ করার চেষ্টা করবো। তাহলেই আমাদের অন্তরাত্মার অনুভব এত শক্তিশালী

www.amarboi.org

হবে যে, আমরা আল্লাহর প্রকৃত অস্তিত্ব ও সত্যতা অনুভব করতে সমর্থ হবো।

খ. হামীম আস-সাজদা

হামীম আস-সাজদা (আয়াত:৩০ এবং ৩৪)। একমাত্র প্রভু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হলে তার জন্য ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয়; সে মানুষের কল্যাণের নিমিত্তে তার সাহায্যার্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবহৃত হয়। সে জন্য বিশ্বাসী হবার গুরুত্ব অনেক। আমি আয়াতটি উদ্বৃত করছি: "যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিস্তা এবং বলে তোমাদিগকে যে বেহেস্তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।"

ইসলামের মত এমন প্রবল গভীর মানবতাবাদী ধর্ম ও দর্শন পৃথিবীতে বিরল। মন্দত্ব অশুভত্ব, অকল্যাণত্ব, অনৈতিকতা, অশ্লীলতাকে মন্দত্ব দিয়ে নয়; বরং ভালত্ব দিয়ে অপসারিত করতে হবে বলে কোরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যারা ইসলামকে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে সেই সাম্রাজ্যবাদী এবং কুচক্রী ও কম জ্ঞানীদের জানা উচিত, কোরআনের শিক্ষা হলো মন্দকে উৎকৃষ্ট দ্বারা প্রতিহত করার শিক্ষা। এভাবে শত্রুকে বন্ধু বানানো যায় বলে কোরআনে উল্লিখিত আছে। সুরা থেকে আয়াতটি উদ্বৃত করছি। "ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।" (কোরআন : সুরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত : ৩৪)।

www.amarboi.org

তিন : তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম, কোরআন এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অমুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ ও মনীষীদের মন্তব্য

ইসলাম সম্পর্কে শুধু মুসলিম মনীষীরাই বই লিখেননি, বরং অমুসলিম খ্রিষ্টান-ইহুদি ও অন্যান্য ধর্মাবলাম্বী চিন্তাবিদ-পন্ডিতরাও ইসলাম ও বিশ্বনবী (সা.) সম্বন্ধে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করেছেন। আবার এর উল্টোটাও ঘটেছে। দু:খজনক হলেও সত্য যে, ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই ১৫০ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ৬০,০০০ (ষাট হাজার)-এর অধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলো একান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ইচ্ছাকৃত। বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার জন্যই এই ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক গ্রহণ করেছে এবং এখনো করে চলেছে। ১৯০০ থেকে ২০০০ এই শতবর্ষের মধ্যে বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ৮৫%। স্যামুয়েল পি হান্টিংটন বলেছেন, বিশ্বের মুসলমান জনসংখ্যা বিশ্বজনসংখ্যার ২০% হারে শতাব্দী প্রান্তে তার নাটকীয় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখবে, খ্রিষ্টীয় জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে অতিক্রান্ত করে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ ৩০% হারে সম্ভবত এই বৃদ্ধি প্রবর্তিত হবে।

স্মর্তব্য যে, এ অধ্যায়ের মনীষীদের বক্তব্যগুলো আমি আমার অনূদিত প্রফেসর ড. সৈয়দ জামাল শাহ আলকাদীর 'প্রাচ্য তত্ত্ববাদীদের জবাবে ইসলাম' (ঢাকা, সূচীপত্র, ২০১০) গ্রন্থ থেকে নিজ ভাষ্যে অথবা অনূদিত ভাষ্যে উপস্থাপন করেছি।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর তাঁর "Life of Mohomet' (লন্ডন, ১৯৫৬) গ্রন্থে লিখেছেন : "পারিবারিক জীবনে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ব্যবহার ছিল অনুকরণীয় আদর্শ। একজন স্বামী হিসেবে নবী (সা.)-এর প্রতি স্ত্রীদের প্রীতি ও প্রিয়তা, ভালোবাসা ও ভক্তি ছিল সর্বতোগামী।"

জর্জ বানার্ড শ' বলেছেন ; "হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে আমি অধ্যয়ন করে দেখেছি; তিনি একজন বিস্ময়কর মানুষ; আমি তাঁকে মানবতার রক্ষক হিসেবে অভিহিত করতে চাই।"

www.amarboi.org

আর এ নিকলসন বলেছেন, "কোরআন সীমাতিরিক্তভাবে মানবের জন্য নির্দেশনামা; যার মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ধাপ উপস্থাপিত। কোরআনে আমরা পাই অপূর্ব উপাদান ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃপক্ষীয় সামর্থ্য ও সক্ষমতা, ইসলামের উৎসমূল। এ ধরনের উপাদান বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট বা অন্য কোন প্রাচীন ধর্মের মধ্যে আমরা পাই না।"

হ্যরি গ্যালর্ড ডর্ম্যান বলেছেন, "কোরআন নিজেই নিজের এবং তাঁর নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর চির বর্তমানতার বিস্ময়।"

জন উইলিয়াম ড্রেপার তার 'A history of the intellectual development of Europe' গ্রন্থে লিখেছেন : "কোরআন নৈতিক বিধিমালা ও ধর্মানুশাসনের এক অত্যুজ্জ্বল ভান্ডার। কোরআনের প্রতিটি পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা গভীর চিন্তাপ্রসূত বক্তব্য পাই।"

মাইকেল এইচ হার্ট তার 'The Hundred' বইতে লিখেছেন: "আমি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে ঘোষণা করেছি; তাতে কোনো কোনো পাঠক বিস্মিত হতে পারেন; কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন; কিন্তু তিনিই পৃথিবীর একমাত্র মানুষ, যিনি যুগপৎ ধর্মীয় ও জাগতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্রেক্ষাপট থেকে চরমভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন।"

'ডিকশনারী অব ইসলাম' (লন্ডন, ১৮৮৫) গ্রন্থে বলা হয়েছে: "অসাধারণ প্রতিভাধর কাউকে যদি খ্যাতিমানদের চূড়ান্ত অবস্থা থেকে ভারসাম্য রক্ষার্থে একজনকেও স্থাপন করা হয়; হযরত মোহাম্মদ (সা.) সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের মধ্যে একজন হিসেবে অবশ্যই গণ্য হবেন।"

মেজর জেনারেল কালং তাঁর 'Short Studies in the science of comparative religious' গ্রন্থে লিখেছেন: "আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর শাসক এবং ইতিহাসের নির্মাতাদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর স্থান সর্বোচ্চ শীর্ষে।"

লালা লাজপাট রাই তার 'Islam and its Holy prophet' গ্রন্থে লিখেছেন: "আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার আসনে বসাতে।

www.amarboi.org

আমার মতে তিনি ধর্মীয় শিক্ষক ও সংস্কারকদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী।"

স্টেনলি ল্যান পুল তাঁর 'The speeches and table talk of the prophet Mohammad' (Edinborgh , 1882) গ্রন্থে লিখেছেন: "হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর শত্রুদের উপর তাঁর বিজয়ের দিন তাঁর নিজের অস্তিত্বসত্তার জন্যও বিজয় ছিল, কারণ তিনি অবলীলায় কোরাইশদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বহু বছর যাবৎ তারা যে কষ্ট ও যন্ত্রণা তাঁকে দিয়েছিল তা ভুলে গিয়ে নবী (সা.) মক্কার সমস্ত মানুষের জন্য রাজক্ষমা ঘোষণা করলেন।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন: "আমার মতো একজন সত্যসন্ধানী অবশ্যই নবী (সা.)-এর মতো একজনকে গভীরতমভাবে শ্রদ্ধা করি, যাঁর মন সার্বক্ষণিকভাবে স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং যিনি স্রষ্টার ভয়ের মধ্যে পথ চলতেন এবং যাঁর ছিল মানবজাতির জন্য অপরিসীম সমবেদনা ও মমতা।"

গোস্তাভ ওয়েল তাঁর 'Mohammed der prophet,' গ্রন্থে লিখেছেন: "বিভিন্ন জায়গা থেকে নবী (সা.)-এর জন্য আসা বহু সংখ্যক উপঢৌকনকে তিনি রাষ্ট্রীয় ও সম্প্রদায়ের সম্পদ মনে করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন; তাঁর নিজের জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে রাখতেন।"

মিসেস লরা ভিসসিয়া ভাগলিরি তাঁর 'Interpretation of Islam' গ্রন্থে নবী (সা.)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে যারা কটূক্তি করেছেন, তাদের জবাবে লিখেছেন: "যখন নবী (সা.)-এর প্রথমা প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) মারা যান তখন নবী (সা.)-এর বয়স ৫৩ বছরেরও বেশী, তখন তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন; অতঃপর একাধিক। এই প্রতিটি বিয়েরই সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল; তাঁর বিয়ের মাধ্যমে তিনি ধার্মিক নারীদের সম্মানিত করতে চেয়েছেন। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি ইসলাম প্রচারের পথটিও প্রসারিত করতে প্রত্যাশী ছিলেন। নবী (সা.) যাঁদের বিয়ে করেছিলেন, তাঁরা কুমারীও ছিলেন না; যুবতী ও সুন্দরীও ছিলেন না; একমাত্র আয়েশা (রা.) বাদে।

www.amarboi.org

এটি কি ছিল তাঁর যৌনসম্ভোগ তৃষ্ণা?" স্মর্তব্য, কোরআনে আল্লাহ্ নবী (সা.) সম্পর্কে বলেছেন যে, নবী (সা.) অবশ্যই উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং নবী (সা.)-এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়; বরং বিরাট অন্যায় ও পাপের কাজ।

স্যার উইলিয়াম ম্যুর লিখেছেন: "জায়েদ মুক্ত হয়েত নবী (সা.)-এর ভালোবাসা ও দয়ায় এতই প্রবলভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন সে, তাঁর পিতার সাথে তাঁদের বাড়িতে না গিয়ে মক্কায় তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অবস্থান করতেই বেশি পছন্দ করেছিলেন। আমি আপনাকে (নবী (সা.) ছেড়ে যাবো না, জায়েদ বলেছেন। নবী (সা.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গভীরতম আসক্তি অনুভব করে তিনি আরো বলেছেন, আপনিই আমার বাবা ও মা।"

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিলিপস কে হিট্টি তাঁর 'History of the Arabs' (London, 1949) গ্রন্থে লিখেছেন: "বিশ্বনবী (সা.) বিশ্বের নবীদের মধ্যে একমাত্র নবী; যিনি ইতিহাসের পূর্ণ আলোতে বিবেচিত।"

www.amarboi.org

চার : চতুর্থ অধ্যায়
হাদীস পর্ব
হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণী বা কথা, কর্ম ও অনুমোদন

এক.ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি :

হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর একটি হাদীসে (মিশকাত শরীফ, হাদীস নম্বর-৩) বলেছেন, ' ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলো হলো : ১ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ২. নামাজ কায়েম করা ৩. যাকাত আদায় করা ৪. হজ্জ পালন করা ৫. রমযান মাসে রোজা রাখা (বোখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম ধর্মের দুটো মূল বিষয় : একটি হলো এক আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে মানা; দ্বিতীয়টি, হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহর রাসুল হিসেবে মান্য করা। একমাত্র আল্লাহই পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে উপাস্য হিসাবে মানাকে শিরক বা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার বলা হয়। এই অপরাধকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না; শিরক ব্যতীত অন্য কোন গুনাহ বা পাপকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) সমস্ত নবীর সর্দার এবং নবী (সা.)কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের প্রধানতম অঙ্গ। নবী (সা.)কে নিয়ে সারা বিশ্বের ইহুদি-খ্রিষ্ট-বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায় অনেক গবেষণা করে শত সহস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুসলমানরা তো করেছেনই। সে জন্য বলা যায়, নবী (সা.) বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

নামাজ কায়েম করার অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে সঠিকভাবে আদায় করাসহ সারা জীবন নামাজের পাবন্দি করা এবং পরিবার পরিজনকেও নামাজ মুখী করা। নামাজের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা করা হয় কোরআন ও হাদীসের বাণীর মাধ্যমে। নামাজও এক ধরণের জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। নামাজ বাদে অন্যান্য সময়ও আল্লাহর স্মরণ আমাদেরকে করতে হবে।

www.amarboi.org

নামাজ পড়া যেমন ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য; তেমনি যাকাত দেয়া বা অভাবী ও দরিদ্রদেরকে ধনীদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করাও অবশ্য কর্তব্য। এটি দরিদ্রদের প্রতি ধনীদের কৃপা বা অনুগ্রহ নয়; এটি গরীবের অধিকার। ধনীরা যাকাতের এ ইবাদত পালন না করলে ইসলাম থেকে তারা দূরে সরে যাবে। ইসলামের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের এটিকে তারা ছেড়ে দেয়ায় ইসলামকে তারা পূর্ণাঙ্গভাবে পালন করলো না। যাকাত হলো ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান। যাকাত ব্যবস্থা সঠিকভাবে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালিত হলে অর্থনীতির পরিসংখ্যানবিদদের দৃষ্টিতে স্পষ্টায়িত হয় যে, দেশে দরিদ্র থাকবে না।

যে সমস্ত ধনী ব্যক্তি মক্কায় যাবার অর্থ-সামর্থ্য রাখে তাদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ্ব পালন করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। হজ্জ্বে গেলে আরাফাতের মাঠে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব-সম্মিলন হয় তখন হাজিরা আল্লাহর অস্তিত্ব গভীরভাবে অনুভব করেন বলে অনেক হাজির মুখে আমি শুনেছি। আল্লাহ-ই একমাত্র উপাস্য– এই বিশ্বাস তখন তাদের কাছে গভীরভাবে স্পষ্ট হয়। আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রেমে তাঁরা মজ্জমান হন।

নবী (সা.)-এর রওজা মোবারক মদিনা শরীফে অবস্থিত। সেখানে নবী (সা.)-এর রওজা মোবারক হাজিরা জিয়ারত করে গভীরতম অনন্য শান্তি ও স্বস্তি তারা অনুভব করেন বলে অনেক সংখ্যক হাজির মুখ থেকে আমি শুনেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কসহ উচ্চপদস্থ বিশ্ববাসী সমেত খুব সাধারণ জনরাও হজ্জে একত্রিত হন। ইসলাম যে সমস্ত মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে তা এখান থেকে স্পষ্ট হয়। বিশ্বের সমস্ত মুসলিম এক সাথে আল্লাহর সামনে হাজির (লাব্বাইক) বলে তারা আসলে স্রষ্টা ও উপাস্য হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই তাঁদের প্রভু হিসেবে মান্য করে নেয়।

রমজানের এক মাস মুসলমানরা রোযা রাখে। সুবেহ সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকাই নয় শুধু, যৌন-সম্ভোগ বাদ দেয়াসহ কুদৃষ্টি থেকে অন্তরকে রক্ষা করে মিথ্যা, দুর্নীতি ও পাপ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাই রোজার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর

www.amarboi.org

৬৫০ কোটি মানুষের মধ্যকার ৩৮০ কোটি লোক তৃতীয় বিশ্বের তিন বেলা পেটভরে খেতে পারে না। অভাবের কারণে তারা একবেলা বা দু বেলা মাত্র সামান্য পরিমাণে খেতে পারে। ধনীরা গরীবদের ক্ষুধার কষ্টকে যাতে অনুভব করতে পারে সে জন্যই এ রোজার ব্যবস্থা। সারা দিন আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রেমকে সাথী করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ক্ষুধার্ত থেকে সময়কে যাপন করে স্রষ্টার সান্নিধ্যের সাধনা চালিয়ে যেতে হয়।

দুই :
ইসলাম ভালোবাসাময় ধর্ম :

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে ইসলামের মর্মরূপ ব্যাখ্যাত আছে। ইসলাম কোন জোরজবরদস্তির ধর্ম নয়। মানুষ তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করেই ধর্মকে মানবে অথবা মানবে না। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত গভীর নিবেদনই আসলে ইসলাম ধর্মের মর্মদর্শন। নবী (সা.) মুসলিম শরীফের উপর্যুক্ত হাদীসে বলেছেন, সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব বা পালনকর্তা প্রভু, ইসলামকে ধর্ম এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। যে সন্তুষ্ট হয়নি সে ঈমান বা বিশ্বাসের প্রকৃত স্বাদ পায়নি।

তিন
ইসলাম শোভনতার ও সদাচরণের ধর্ম :

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে ঈমানের সত্তরটি শাখার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি হলো আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই, এ কথা ঘোষণা করা এবং নিম্নতমটি হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। পথে শুধু ইসলাম ধর্মের নয়; পৃথিবীর যে কোন ধর্মের লোকই চলাচল করে। পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়ার অর্থ মানুষের উপকার করা; মানুষকে কষ্ট না দেয়া। ইসলামে (ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে) মানবতাবাদের কথা

www.amarboi.org

এখানে স্পষ্টায়িত। লজ্জাশীলতা না থাকলে মানুষ যে কোন অশ্লীল আচরণ, এমনকি যৌনতার পাপও যে কোন সময় করতে পারে। আল্লাহ স্বয়ং পবিত্র (সোবহান); তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন এবং লজ্জাশীল ব্যক্তিকেও।

এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কষ্ট দিতে পারবে না। অন্য ধর্মের লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেও তার ধর্মের মাহাত্ম্য তাকে অনুধাবন করতে হবে। বোখারী শরীফে আছে, সে-ই মুসলমান, যার মুখের কথা ও হাতের অনিশ্চয়তা থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদে রয়েছে। বাংলাদেশে ৯০%-এর বেশি মানুষ মুসলমান। একজন মুসলমান অন্যজনের কল্যাণ চাইলে সমাজ-রাজনীতি অবশ্যই আরো অধিকতর সুস্থ হতো।

চার :
ঈমানের (বিশ্বাসের) স্বাদ :

ইসলাম তো আল্লাহ কাছে আত্মসমর্পণের ধর্ম। স্বেচ্ছায় ও মন থেকে কেউ যদি আল্লাহ ও রাসূল (সা.)কে অন্য সকল ও সবকিছু থেকে (নিজের সন্তান, পিতামাতা সবকিছু) অধিক ভালোবাসতে পারে তবে সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। এই পর্যায়ে পৌঁছা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। যারা পৌঁছতে পারে না তারা ঈমানের স্বাদ না নিয়েই পৃথিবী থেকে জীবন ত্যাগ করে। কাউকে শুধু আল্লাহর কারণে এবং আল্লাহর রাসূলের কারণেই ভালবাসতে হবে– অন্য কোন কারণে নয়। জীবনের সব কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহকেন্দ্রিকতার কথা বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এ হাদীসটিতে রয়েছে।

পাঁচ :
ইসলাম মার্জিত কথন ও নিষ্পাপতার ধর্ম

ইসলাম মার্জিত রুচি, আচরণ ও কথাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার একটি ধর্ম। মেশকাত শরীফের ৪১ নম্বর হাদীসে আছেঃ নবী (সা.) বলেছেন, মার্জিত কথা ও ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান হলো ইসলাম। মার্জিত কথার

www.amarboi.org

মাধ্যমেই সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও অসুন্দরতা দূর হয়। পৃথিবীর প্রতিটি ধনী ব্যক্তি অন্তত তার প্রতিবেশীদেরকে (শহর ও গ্রামে) অ-ক্ষুধার্ত রাখতে সচেষ্ট হলে বিশ্বরাষ্ট্র অবশ্যই একটি আনন্দ-রাষ্ট্রে পরিণত হতো। রাসূল (সা.) বলেছেন, ঈমান বা বিশ্বাস হল গুনাহ বা পাপের কাছ থেকে ধৈর্য ধারণ ও দান করা। পাপের প্রতি মানুষের ব্যাপক মোহ। পাপের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে অটুট রেখে পাপ থেকে মুক্ত থাকার নামই হল ঈমান। আর গরীবদেরকে দান করা মানে মানবতাকে সেবা করা। এই মানবতার সেবাও ঈমানের অঙ্গ। মানবাধিকার (Human rights)কে প্রতিষ্ঠিত রাখা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের একটি অবশ্য নির্ধারিত দায়িত্ব।

ছয়
ইসলাম মানবতার ধর্ম :

ইসলাম একটি প্রচন্ড গভীর মানবতাবাদী ধর্ম। কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করাকে ইসলামে কবীরা বা সব চেয়ে বড় গুনাহ বা পাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদীরা বলে থাকে, মুসলমানরা মানুষ হত্যা করে। ইসলামের স্পিরিটই তো মানব হত্যার বিপক্ষে। মেশকাত শরীফের ৪৬ নং হাদীসে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়াকেও বড় পাপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পাপকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলে কোরআনে ঘোষণা দিয়েছেন।

একই আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবাই জীবন যাপন করলে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ অবশ্যই সৃষ্টি হবে। অনেক পিতা মাতাকে সন্তানরা ভাত দেয় না বলে তারা ভিক্ষা পর্যন্ত করে। অর্থাৎ তারা বড় গুনাহ করছে বলেই সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির মতো ইসলাম অপছন্দ একটি অমানবিকতা ছড়িয়ে পড়ছে।

www.amarboi.org

সাত
ইসলাম অবৈধ যৌনতাকে রোধ করার ধর্মঃ

ব্যাভিচার বা অবাধ যৌনাচার ইসলামে প্রচন্ডভাবে নিষেধ। মিশকাত শরীফের ৫০ নম্বর হাদীসে আছে : ঈমানদার থাকা অবস্থায় কেউ ব্যাভিচার করতে পারে না। অর্থাৎ কেউ অবাধ যৌনাচার করলে তার ঈমান থাকবে না। সে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ইসলামের অনুশাসন মানলে ডিস এন্টিনায় যে অশ্লীলতার মহড়া চলে তা থেকে যুব সমাজ দূরে থাকবে এবং সমাজ যৌন ব্যাভিচার মুক্ত থাকতে পারবে। মানুষ বিভিন্নভাবে যিনা-ব্যাভিচার করে থাকে বলে মেশকাত শরীফের ৮০ নম্বর হাদীসে আছে। যৌনাঙ্গের মাধ্যমে মানুষ ব্যাভিচার করে। চোখের দৃষ্টির পাপের কারণে, জিহ্বায় অশ্লীল বাক্য বলার মাধ্যমেও ব্যাভিচার হয়ে থাকে। কানের মাধ্যমে যৌনতার কথা শুনাও কানের ব্যাভিচার। হাত-পা দিয়েও ব্যাভিচারের কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। সে জন্য প্রকৃত মুসলমান তার অন্তরকে, দৃষ্টিকে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যাভিচার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সার্বক্ষণিক সতর্ক ও পবিত্র থাকার প্রচেষ্টা চালাবে। সমাজ তখনই ব্যাভিচার মুক্ত শোভন ও শ্লীল হবে। মেশকাত শরীফের ১৩৬ নং হাদীসে হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী (কোরআন) এবং সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর পন্থা। কোরআনকে নবী (সা.) হুবহু সারাজীবন অনুসরণ করেছেন। নবী (সা.)কে ভালবাসা ও অনুসরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হবে।

আট
ইসলাম : জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemology) বিধান খুবই স্পষ্ট। কোরআনে ও হাদীসে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। মেশকাত শরীফের ১৭৪ নং হাদীসে আছে নবী (সা.) বলেছেনঃ যে বিষয়ে

www.amarboi.org

হেদায়াতের বাণী স্পষ্ট, সে বাণীকে অনুসরণ করতে হবে। শরিয়ত (ইসলামী বিধান) অনুয়ায়ী যা স্পষ্ট গোমরাহী বা বিভ্রান্তির পথ তা পরিহার করতে হবে। যে সমস্ত শরিয়াত বিষয়ে মতভেদ আছে; সে বিষয়ে আল্লাহর উপর নিজেকে সমপর্ণ করে প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যে পৌঁছার জন্য অনুসন্ধান চালাতে হবে। মিশকাত শরীফের ১৯০ নম্বর হাদীসে আছে, নবী (সা.) বলেছেন: আল্লাহ যাঁর কল্যাণ কামনা করেন, তাঁকে ধর্মের সুষ্ঠু জ্ঞান ও গভীর প্রজ্ঞা দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, দুজন ব্যক্তিকে ঈর্ষা বা হিংসা করা যায়। একজন, যার প্রচুর ধন সম্পদ আছে এবং সৎ কাজে ব্যয় করার মনোবলও তার আছে। অন্য জন, যাকে আল্লাহ জ্ঞান বা হিকমত দান করেছেন এবং তিনি তা কাজে লাগান এবং অপরকে শিক্ষা দেন। অন্য সব ক্ষেত্রের ঈর্ষা বাদ দিয়ে জ্ঞান ও সম্পদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঈর্ষা করার বিষয়টি সমাজে চালু হলে সমাজ-রাষ্ট্র তখন অর্থনৈতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উভয় ক্ষেত্রেই সম্পদশালী হবে।

ইসলামের সর্বকর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করাকে রিয়াকারী বা লোক দেখানো ইবাদত বলে। রিয়াকারী বেহেস্তে যেতে পারবে না বলে মেশকাত শরীফের ১৯৮ নম্বর হাদীসে আছে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে শহীদ না হয়ে লোকে তাকে বীরপুরুষ বলবে বলে যে শহীদ হয় তার স্থান হবে দোযখে।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরআন হাদীস না শিখে, মানুষ তাকে জ্ঞানী বলবে, ক্বারী বলবে, সে জন্য যে জ্ঞানার্জন করে সেই ভণ্ডজ্ঞানীকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। যার অনেক সম্পদ আছে, সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় না করে; মানুষ তাকে দানশীল বলবে বলে লোক দেখানোর জন্য তা সে ব্যয় করলে সেও বেহেস্তে যেতে পারবে না। সে জন্য শহীদ বা শাহাদাত বরণ, জ্ঞানার্জন ও বিতরণ এবং সম্পদ বন্টন সবকিছুই মানুষকে দেখানোর জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য মানুষের উপকারের জন্য করতে হবে।

www.amarboi.org

নয়
জ্ঞানের প্রকৃত শক্তি :

শয়তান (Satan) দু'রকমের। মানুষের মধ্যকার শয়তান এবং জ্বীনের মধ্যকার। চরিত্রহীন, অবিশ্বাসী ও অনৈতিক লোক হলো মানবাকারের শয়তান। জ্বীনরূপী শয়তান মানুষের মনের মধ্যে কু প্রকৃতিগত অবৈধ ও যৌনতার প্ররোচনা দেয় এবং যে কোন অসৎ কর্মে মানুষকে প্রচোরিত করে। মেশকাত শরীফের ২০৬ নং হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন, একজন জ্ঞানী বা ফিকাহবিদ শয়তানের কাছে হাজার ইবাদতকারী (আবেদ) অপেক্ষাও মারাত্মক। কারণ গভীর জ্ঞানী না হয়েও কেউ আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনায় নিমগ্ন হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ধর্মজ্ঞানীকে শয়তান কখনো বিভ্রান্ত করতে পারে না। সে জন্য মেশকাত শরীফের ২০৭ নং হাদীসে জ্ঞান অর্জন করাকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরজ) করা হয়েছে।

কথায়, কাজে ও বিশ্বাসে যাদের গরমিল আছে তারা হল মুনাফিক। আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনেও মুনাফিকরা মিথ্যাভাবে তা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকে ভালবাসে না, ভালবাসার ভান করে। কোরআনে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের স্থান জাহান্নাম বা দোযখের সর্ব নিম্নস্তরে। নৈতিকতা ও সুষ্ঠুজ্ঞান ইসলামের জন্য অতীব জরুরী অনুষঙ্গ। নৈতিক জীবন যাপন সমাজকে শালীন ও পবিত্র করে। সুষ্ঠু ও প্রত্যাদিষ্ট (Revealed) জ্ঞান অর্থাৎ ওহিলব্ধ জ্ঞান মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানী করে। মিশকাত শরীফের ২০৮ নং হাদীসে আছে, নৈতিকতা ও ধর্মের সুষ্ঠু জ্ঞান মুনাফিকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। প্রকৃত ধর্মজ্ঞানী হতে হলে কপটতা ও ভান্ডামি ছেড়ে শুধু আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাজ করে যেতে হবে। তবেই দুনিয়া ও পরকাল উভয় জায়গাতেই সুখী হওয়া সম্ভব হবে। জ্ঞান এত গুরুত্বপূর্ণ যে, রাতের কিছু সময় জ্ঞানের আলোচনা করা পূর্ণ রাত্রি জাগ্রত থেকে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম বলে মিশকাত শরীফের ২৩৯ নম্বর হাদীসে বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

দশ
ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম

ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব সমধিক। আল্লাহ নিজেই পবিত্র (সোবহান)। শারিরীক ও অন্তর উভয়কেই পবিত্র রাখতে হবে। মেশকাত শরীফের ২৭৬৯ হাদীসে আছে, রোজা হল ধৈর্যের অর্ধেক এবং পবিত্রতা হল ঈমান বা বিশ্বাসের অর্ধেক। সারা দিন না খেয়ে থাকা, বৈধ যৌনকর্মও না করা– এটিই রোজা। এ জন্য ধৈর্যের দরকার। সে জন্য রোজা হল ধৈর্যের অর্ধেক। কিন্তু ঈমান বা বিশ্বাস না থাকলে মুসলমানই হওয়া যাবে না। পবিত্রতা না থাকলে ঈমানের অর্ধেকই বাদ হয়ে যাবে। প্রতি মুহূর্তে যৌনতার চিন্তাজনিত পাপ বা চোখের দৃষ্টির পাপও মানুষকে অপবিত্র করে।

অসততা এবং অকল্যাণও মানুষকে অপবিত্র করে। সে জন্য আমাদেরকে পবিত্র থাকতে হবে। নবী (সা.) সর্বক্ষণ ওজুর সাথে থাকতেন। নির্দিষ্ট নিয়মে শরীর পবিত্র করাকে ওজু বলে। হাদীসে ওজু থাকা অবস্থায়ও ওজু করার প্রতি গুরুত্বরোপ করা হয়েছে। তাহলে ওজু না থাকা অবস্থায় ওজুর গুরুত্ব যে অত্যধিক তা অনুমেয়। পবিত্র অবস্থাতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা যায়। নামাজ তো বটেই, তসবিহ (সোবহানাল্লাহ– আল্লাহ পবিত্র, আল হামদুলিল্লাহ– আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা এবং দরুদ শরীফ পাঠ করা) পাঠও পবিত্র অবস্থাতেই করতে হবে। পবিত্র মানুষের সত্তাই পবিত্র আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে সক্ষম।

এগার
ইবাদতের (প্রার্থনার) প্রকৃত মর্ম :

শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ইবাদত করতে হবে। সমাজে সুবিধা লাভের জন্য ইবাদত করলে শিরক বা আল্লাহর সাথে অংশিদারী হবে। সে এবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরং সে জন্য ইবাদতকারী গুনাহগার বা পাপী হবে। মিশকাত শরীফের ৫৮৬ নম্বর হাদীসে আছে, ফজরের নামাজ হল ঈমানের পতাকা।

www.amarboi.org

মিশকাতের ৫৮১ নং হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন অর্ধরাত নামাজ পড়েছে, এবং যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, মুনাফিকরা ফজর ও এশার নামাজ পড়তে চায় না। ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ফজর নামাজ পড়া তো কঠিন কাজ। লোক দেখানোর জন্য মুনাফিকরা নামাজ পড়ে। প্রকৃত আল্লাহ্ প্রেম থাকলে জোহর, আসর, মাগরিব নামাজসহ এশা ও ফজরের নামাজ আদায় করা কোন কঠিন কাজ নয়।

আজানের বাক্যাবলী অন্তর থেকে বিশ্বাস করে মন থেকে বললে তাকে বেহেস্তে দাখিল করা হবে বলে মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে। ইসলাম হল একত্ববাদের ধর্ম। এক আল্লাহতে এই ধর্ম বিশ্বাস করে এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করা ইসলামের অন্য একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস।

আজানের বাক্য শুনে সে শব্দগুলো উচ্চারণ করেই আজানের জবাব দিতে হয়। এতে অনেক মর্যাদা রয়েছে। আজানের শব্দাবলী আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা.) শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেই সর্বজনকে নামাজের ঘোষণা জানিয়ে দেয়ার এই আজান এত গুরুত্ববাহী।

আজানের বাক্যাবলীর অর্থ নিম্নরূপঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; আমি এও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল; নামাজের দিকে এসো; কল্যাণের দিকে এসো; আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য (ইলাহ্) নেই। অন্য ধর্মের কেউ যদি উপর্যুক্ত বাক্যাবলী মন থেকে উচ্চারণ করে তবে সে-ও মুসলমান হয়ে যাবে। সে জন্য ইসলামে আজান এবং আজানের বাক্যাবলীর এত গুরুত্ব।

বার

নামাজের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন :

নামাজ কোরআন ও হাদীসের বাক্যাবলী ব্যবহার করে নির্দিষ্ট নিয়মে আদায় করতে হয়। নামাজের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা.) প্রশংসা

www.amarboi.org

থাকে। খুব ধীরস্থিরভাবে এবং একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে নামাজ পড়তে হবে। তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়লে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রকাশ করা হয় না। সে জন্যই বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে: এশার নামাজের পূর্বে খানা খেয়ে নিও। এর অর্থ হল, নামাজে দাঁড়ালে যাতে বার বার খাবারের কথা মনে না হয়। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে: প্রস্রাব পায়খানার বেগ নিয়ে নামাজ পড়া নিষেধ। তাহলে দ্রুত নামাজ শেষ করতে হবে। একনিষ্ঠতা ভঙ্গ করতে হবে। কিন্তু নামাজে তো দরকার আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) প্রতি প্রকৃত প্রেম ও একনিষ্ঠতা। এভাবেই আধ্যাত্মিকতার (Spiritualism) দিকে মানুষ অগ্রসর হয়। মেশকাত শরীফের ১১২৪ নম্বর হাদীসে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে। শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া আল্লাহর প্রতি প্রকৃত প্রেম ছাড়া হয় না।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নামাজ পড়তেন এবং এতে নবী (সা.)-এর পা মোবারক ফুলে যেতো। নবী (সা.) আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা বা সৃষ্টি হবার জন্যই তা করেছেন। আমাদেরকেও নবী (সা.)কে অনুসরণ করতে হবে। ইশরাক (সকালে সূর্য উঠার পর), চাশত (দুপুর ১১টায়), আওয়াবিন (মাগরিবের পর), প্রভৃতি আরো অন্যান্য নফল নামাজও আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রেম হাসিলের জন্য আমাদেরকে পড়তে হবে।

তাহাজ্জুদ নামাজের সময় দোয়া কবুল হয়। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে: নবী (সা.) তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠে শেষ রাতে উচ্চারণ করতেন: "হে আল্লাহ, তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ এবং জমিন ও এর মধ্যে যা আছে এদের নূর বা জ্যোতি। তোমারই জন্য প্রশংসা,তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং এদের মধ্যে যা আছে তাদের বাদশাহ। তোমারই জন্য প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা বা শপথ সত্য, পরকালে তোমার সাক্ষাৎ সত্য, মোহাম্মদ (সা.) সত্য, এবং কিয়ামত (পুনরুত্থান) সত্য। হে আল্লাহ, আমি তোমারই কাছে আত্মসমপর্ণ করছি, তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই প্রতি

www.amarboi.org

প্রত্যাবর্তন করছি, তোমারই সাহায্যে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করছি এবং তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করছি। আমায় ক্ষমা কর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি করেছি বলে তুমি জান অথচ আমি জানি না। তুমি কাউকে বা কিছুকে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ এবং সৃষ্টিকর্তা নেই।"

যদি কেউ মন থেকে একমাত্র আল্লাহকে মেনে তাঁর উপরই নিজের সব কিছুকে সমর্পণ করে তবে সে-ই ইবাদতের প্রকৃত মর্যাদা প্রদান করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে সমর্থ হয়। বিরক্তি নিয়ে বা ক্লান্তিত্ব নিয়ে নামাজ পড়লে তা কোন কাজ দেবে না। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছেঃ নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়ে, সে যেন আপন মনের প্রফুল্লতা পর্যন্ত নামাজ পড়ে। যখন ক্লান্তি বোধ করবে, তখন যেন বসে যায়। আল্লাহর প্রতি প্রেম নিয়ে নামাজ পড়তে হবে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, কোনো কারণে ভয় এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্যও নামাজ পড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

তের
ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব :

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। সমাজ-রাষ্ট্রের যে কোন ধর্মের মানুষের জন্য ইসলাম তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম সমাজে আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান করতে চায়। মিশকাত শরীফ চতুর্থ খন্ডের ১৪৩৩ নম্বর হাদীসে মুসলমানের পাঁচটি হক বা অধিকারের (Right) কথা বলা আছে। এক মুসলমান সালাম দিলে অন্য মুসলমান তার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক, এ দোয়া করবে। এতে সামাজিক সম্প্রীতি বাড়বে। রোগীকে দেখা ও রোগীর সেবা করাকে উঁচু মর্যাদার কাজ হিসেবে মুসলিম শরীফে উল্লিখিত আছে। একজন মুসলমান মারা গেলে তার জানাজার নামাজ পড়ে তাকে পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় জানানোও প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব। কেউ দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ করলে

www.amarboi.org

তার সম্মানার্থে তা গ্রহণ করা এবং মুসলমানের হাঁচির জবাব দেয়াও ইসলামের বিধান। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, হাঁচির সময় মানবদেহ থেকে রোগ জীবানু বের হয়ে যায়। যে হাঁচি দেয় তাঁকে আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) পড়তে হয়। রোগ জীবানু হাঁচির মাধ্যমে বের হয়ে যায় বলেই আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করে সেই রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইতে রাসুল (সা.) বলেছেন।

চৌদ্দ
ইসলামের জৈবনিক দর্শন :

ইসলাম বহুজ্ঞানস্তরী একটি ধর্ম। এই জীবনের পর পরকাল আছে, এটি ইসলামের একটি প্রধান জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বিশ্বাসতাত্ত্বিক মত। দুনিয়ার জীবনের চেয়ে পরকালের জীবন আরো অনেক অনেক দীর্ঘস্থায়ী। এখানকার সুখভোগ থেকে পরকালের সুখভোগের বা দুঃখ ভোগের সময়পর্ব আরো অনেক বিস্তৃত। যারা জ্ঞানী তারা মৃত্যু পরবর্তী পরকালকে বিশ্বাস করে এবং দুনিয়াকে মুসাফিরের আসা-যাওয়ার মত মনে করে।

মেশকাত শরীফের ১৫১১ নম্বর হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন : দুনিয়াতে একজন মুসাফির বা পথ অতিক্রমকারীর মত বসবাস করবে। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে সৎ দৃষ্টি ও সৎ দূরদর্শী ভাবনার মাধ্যমে জীবনকে যাপন করার কথা এই হাদীসে ভাষারূপ লাভ করেছে। মেশকাত শরীফের ১৫১২ নম্বর হাদীসে মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রেখে মৃত্যুবরণ করার কথা নবী (সা.) উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তো স্থাপন করতেই হবে; অধিকন্তু তিনি ন্যায় বিচারক, সুক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানী এবং সর্বক্ষমতাধর হিসেবেও তাঁকে সু-ধারনায় আমাদেরকে অনুভব করতে হবে। তাহলেই পরজাগতিক মুক্তি আমাদের ঘটবে।

www.amarboi.org

পনের :
ইসলামে মানব মর্যাদা :

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, নবী (সা.) মানুষের লাশ দেখলে সাহাবীদেরকে সেই লাশের সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলতেন। একবার একটি লাশ দেখে নবী (সা.) দাঁড়িয়ে গেলে সাহাবীরা বললেন, নবীজী (সা.), এটি তো এক ইহুদির লাশ! নবী (সা.) বললেন, মৃত্যু একটি ভয়াবহ ব্যাপার; সুতরাং যখন কোন লাশ দেখবে তখন উঠে দাঁড়াবে। সব মানুষ ও সৃষ্টিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এক আল্লাহ্-ই সব মানুষ ও সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা। মৃত্যুর পর কার অবস্থা ও ভাগ্যে যে কি হবে তা শুধু আল্লাহ্-ই জানেন। তার কর্মের উপর তা নির্ভর করবে। মানবের মর্যাদা নবী (সা.) অনেক দিতেন বলেই নবী (সা.) ইহুদির লাশ দেখেও দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও যে কোন ধর্মের মানুষের লাশ দেখলে সম্মানার্থে দাঁড়াতে বলেছেন।

ষোল
ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান :

ইসলামে শুধু টাকা বা স্বর্ণের যাকাত দিতে হয় না। বরং পশু, ফসলাদি ও অন্যান্য কিছুরও যাকাত দিতে হয়। গরীব লোকেরা যাকাতের এ অংশ পায় বলে সমাজ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়। ধনীর এ যাকাত তাদের ইবাদতের অংশ, নামাজের মতই তা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। এটি দরিদ্রের অধিকার।

মেশকাত শরীফের ১৬৯৩ নম্বর হাদীসে আছে, "হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চয়ই তাদের সাথে যুদ্ধ করব, যারা সালাত (নামাজ) ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা, যাকাত হল মাল বা সম্পদের হক বা অধিকার।" ত্রিশ গরুতে একটি পূর্ণ এক বছরী নর অথবা মাদী বাচ্চা এবং প্রত্যেক চল্লিশ গরুতে একটি পূর্ণ দুই বছরী গরুর বাচ্চাকে যাকাত হিসেবে দিতে হবে বলে মেশকাত শরীফের ১৭০৩ নম্বর হাদীসে রয়েছে।

www.amarboi.org

রোজার সময় রোজার ভুলত্রুটি শোধনার্থে ফিতরাহ্ দিতে হয়। পবিত্রতা ভঙ্গ করলে, মিথ্যা বললে, রোজার হক বা দাবি বিনষ্ট হয়। মিশকাত শরীফের ১৭২২ নম্বর হাদীসে আছে; সদকায়ে ফিতরা ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারী, আজাদ ও ক্রীতদাস এবং ছোট ও বড় সকলের জন্য। সবাইকেই তা দিতে হবে গরীবদের উদ্দেশ্যে। রোজা নামক ইবাদত যাতে পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় সে জন্য আমাদের মনোযোগী হতে হবে। প্রতিটি ইবাদত যাতে পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের (আল্লাহর প্রতি) মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। প্রতারক, কৃপণ এবং দান করে যে ব্যক্তি খোটা দেয় সে ব্যক্তি বেহেস্তে প্রবেশ করবে না বলে মিশকাত শরীফের ১৭৭৪ নম্বর হাদীসে আছে।

সতের
ইসলামে সামাজিক অধিকার :

প্রতিজনের প্রতিবেশীর মাধ্যমেই ক্রমশ সমাজ সম্প্রসারিত হয়। প্রতিটি লোক তার প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হলে এবং প্রতিবেশী গরীব হলে তাকে দান করলে পুরো সমাজটিই সম্প্রীতিযুক্ত ও অভাবমুক্ত হয়ে যাবে। নারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে (কোন কোন নারী অবশ্য) একটু পরশ্রীকাতরা হয় এবং কৃপণ স্বভাবী হয়। বোখারী ও মুসলিম শরীফে নবী (সা.) একটি বাণীতে বলেছেন: 'হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের মধ্যে কোন প্রতিবেশিনী যেন আপন প্রতিবেশিনীকে উট বা ছাগলের একটি খুর দান করাকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করে।' বড় জিনিস দান তো করতেই হবে; ছোট জিনিসও যাতে এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীকে দান করে সে কথা নবী (সা.) তাঁর এই বাণীটিতে বলেছেন। ভাই এর সাথে হাসিমুখে কথা বলা, সৎ কাজের উপদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ চলতে সাহায্য করাকেও দান বলে মেশকাত শরীফের ১৮১১ নম্বর হাদীসে বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

আঠার

নফল রোজা ও নামাজের বিধান : সার্বক্ষণিক ইবাদতেরই লক্ষণ

শাবান মাসের শেষে, আশুরার সময়, সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার যে কোন তিন দিন, প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে রমজান মাস বাদে অন্য মাসে রোজা রাখার কথা মিশকাত শরীফের ১৯৩৪, ১৯৩৬, ১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৫১ ১৯৫৪ প্রভৃতি সংখ্যক হাদীসে আমরা পাই। আসলে বিশেষ দিনসহ বৎসরের বিভিন্ন দিনে রোজা রেখেছেন নবী (সা.) স্বয়ং। তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন, যাতে পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও আল্লাহ্ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে আমরা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে পারি। রমজানের শেষ দশ দিন নবী (সা.) এতেকাফ করেছেন। রমজান মাসে বিশদিনব্যাপীও নবী (সা.) ইতিকাফ করেছেন। মসজিদে থেকে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে কোন সাংসারিক কাজ মসজিদে না করে এতেকাফ করতে হয়। নফল নামাজ, মধ্যরাতের তাহাজ্জুদ, ফজরের পর ও মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল, তাসবিহ পাঠ, কোরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরীফ পাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে এতেকাফ করতে হয়।

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা আসলে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতিই প্রেমাবিষ্ট করে। মহাবিশ্বের সবকিছুই (সূর্য, আকাশ, গাছ, পাখি) আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করে। আমাদেরও উচিত সার্বক্ষণিক আল্লাহ্র জিকির (স্মরণ) করা।

উনিশ

কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যঃ

কোরআন সরাসরি আল্লাহ্র বাণী। নবী (সা.)-এর উপর জিব্রাইলের মাধ্যমে কোরআন অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী। অতীতের তাওরাত, যবুর ও ইনজিলসহ ১০৪টি আসমানী কিতাবের সারমর্ম এবং মানবের

www.amarboi.org

সারা জীবনের জীবন বিধান কোরআনে রয়েছে। আল্লাহর প্রতি কাউকে অংশীদার না করে শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য কোরআনে শত-সহস্রবার বলা হয়েছে। সে জন্য নবী (সা.) বলেছেন, মিশকাত শরীফ পঞ্চম খন্ডের ২০০১ নম্বর হাদীসে আছে: "তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে কোরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" কোরআনের নির্দেশ মান্য করেই আরব জাতিসহ অন্যান্য অনেক জাতি উন্নতি লাভ করেছে।

বিশ

আল্লাহর স্মরণ (জিকির) উত্তম ইবাদত:

আল্লাহ যেহেতু ভালবেসে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে জন্য তাঁকে ভালবেসে আমাদের প্রতি মুহূর্তের জীবন যাপন করা উচিত। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, মানুষ ও জ্বীনকে তিনি শুধু তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়ত এক ঘন্টা লাগে। অথচ দিন রাত মিলে চব্বিশ ঘন্টা। এক ঘন্টা বাদে বাকি তেইশ ঘন্টাও আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতে হবে। ঘুমের পূর্বে আল্লাহর নাম নিয়ে শুইলে সেটিও ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে। কোন কাজ শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে) বলে শুরু করলে তাও ইবাদতের মর্যাদা পাবে। যিকিরকারীকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে, নিজ প্রভুর স্মরণকারী জীবিত এবং আল্লাহর স্মরণকারীকে ফেরেস্তাগণ খোঁজ করেন। আল্লাহর জিকিরকারীর অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই হাদীসগুলো মেশকাত শরীফের ২১৪৭, ২১৪৯, ২১৫৩, ২১৬৩ নম্বর হাদীসে রয়েছে।

আল্লাহ তাঁর স্মরণকারী বা জিকিরকারীর সাথে থাকেন বলে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। জিকির সার্বক্ষণিক করা উত্তম। গাছপালা, পশুপাখি, চন্দ্রসূর্য এবং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর জিকির করে বলে কোরআনে উল্লেখ আছে। চলতে ফিরতে বাসে, ট্রেনে অথবা নির্জন অবস্থায় বা অবসর মুহূর্তে জিকির চালু রাখতে হবে। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসে এও আছে যে, সোবহানাল্লাহি (আল্লাহ

www.amarboi.org

পবিত্র) আলহামদু লিল্লাহি (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) ওয়ালা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আল্লাহু আকবর। (মেশকাত শরীফ হাদীস নম্বর ২১৮০)।

'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' হল শ্রেষ্ঠ জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। কলেমা তাইয়্যেবা "লা-ইলাহা ইল্লালাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল) এ হলো শ্রেষ্ঠ জিকির। আল্লাহু আল্লাহুও উত্তম জিকির। সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি (আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহরই প্রশংসা) সোবহানাল্লাহিল আজিম (মিশকাত শরীফ: হাদীস নং ২১৮৩) পবিত্র আল্লাহ মহান। এগুলোও যে শ্রেষ্ঠ জিকির তাও নবী (সা.)-এর বাণীতে উল্লেখ আছে।

নামাজের আত্তাহিয়াতুর পরে যে দরুদে ইব্রাহিম (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মাদিও ওয়ালা আলি মোহাম্মদ ...) সে-ই দরুদ শরীফসহ অন্য যে কোন দরুদ শরীফ পাঠও জিকির বা আল্লাহর স্মরণের অন্তর্গত। কারণ কোরআনে রয়েছে, আল্লাহ স্বয়ং নবী (সা.)-এর উপর রহমত বর্ষণ করেন। এভাবে সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি (Spiritual Development) সাধনের পথ উন্মুক্ত হয়। মহানবী (সা.)-এর অন্য এক হাদীসে আছে যে, নফল নামাজ, নফল রোজা, তাসবিহ বা জিকির ও দরুদ শরীফ অনবরত পাঠের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে যান। এভাবে আত্মধ্যানময়তার মাধ্যমে আল্লাহর অমরত্বচেতনা বান্দা তার আত্মার মাধ্যমে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, আল্লাহ হলেন নূর বা আলো বা জ্যোতি। আলোকে ভাগ করা যায় না, আল্লাহকেও ভাগ করা যায় না। তিনি অবিভাজ্য, অখন্ডিত, আত্মাও অবিভাজ্য, অখন্ডিত। আত্মাও অমর; আল্লাহও অমর। মানুষ আল্লাহর নিরানব্বই নামের (কাদির– ক্ষমতাবান, সোবহান- পবিত্র, গাফফার– ক্ষমাশীল, রাহমান– করুনাময়, সালাম– শান্তি ইত্যাদিও পাঠ করতে পারে জিকির হিসাবে। গুণের সাধনা করলে আল্লাহর গুণাবলী মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তখনই মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পরিণত হবে। আল্লাহ একজনই মাত্র; কিন্তু তিনি নিরানব্বই বা তারও অধিক নাম ও অসীম গুণাবলীর

www.amarboi.org

অধিকারী। মানুষ আত্মসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য পেয়ে আল্লাহর পরিচয় জানতে পারে।

একুশ
বৈধ (হালাল) ও অবৈধ (হারাম) বিষয়ের ইসলামী বিধান:

ন্যায়নীতি ও বৈধতাকে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। ব্যভিচার বা অবৈধ যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হারাম (অবৈধ) বলে মিশকাত শরীফের ২৬২৯ নম্বর হাদীসে আছে। বুখারী শরীফে রয়েছে নবী (সা.) বলেছেন: "মানুষের সম্মুখে এমন এক যুগ আসবে যে, কেউ পরোয়া করবে না, কি উপায়ে মাল বা সম্পদ লাভ করল; হারাম উপায়ে না হালাল উপায়ে।" মেশকাত শরীফের ২৬৩৪ নম্বর হাদীসে আছে যে, হারাম মাল বা সম্পদ দিয়ে গঠিত মানবদেহ দোজখেরই উপযুক্ত।" বুখারী শরীফে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর বাণীতে আছে, কারও জন্য নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার আর নেই। কাউকে ঠকিয়ে বা প্রতারণা করে সম্পদ উপার্জন ইসলামে বৈধ নয়। সুদ ও ঘুষ ইসলামে হারাম। ন্যায়নিষ্ঠভাবে বৈধ সম্পদ উপার্জন যদি সবাই করে তবে সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতির বিস্তার ঘটবে না। মিশকাত শরীফের ২৬৬৩ নম্বর হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন: "সত্যবাদী, আমানতদার, বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন নবী-সিদ্দিক ও শহীদগণের দলে থাকবেন।" সত্যনিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী পরকালে ভাল ফল পাবেন।

বাইশ
ইসলামে পর্দা, সুন্দর আবরণ ও লজ্জাশীলতার গুরুত্ব :

নারী ও পুরুষ উভয়েই উভয়ের শরীরের দিকে তাকালে সাধারণ জৈবিক কারণেই তাদের মধ্যে ভাবান্তর ঘটতে পারে এবং কামনার দৃষ্টিতে তাকালে যৌন ইচ্ছা জাগ্রত হবে। মেশকাত শরীফের ২৯৭১ নং হাদীসে অন্ধ থেকেও নারীদের পর্দা করতে বলা হয়েছে। কারণ যে দেখছে সে তো অন্ধ নয়; যাকে দেখা হচ্ছে সে অন্ধ। নপুংসক থেকেও পর্দার কথা

www.amarboi.org

হাদীসে আছে। মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন: একজন নারী যেন অন্য একজন নারীর গোপনীয় অঙ্গের বা আবরনীর দিকে না তাকায়; তেমনি একজন পুরুষও যেন অন্য পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের দিকে দৃষ্টি না করে। পুরুষ পুরুষের গোপনাঙ্গের দিকে এবং নারী নারীর গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো যেখানে নিষেধ, সেখানে পুরুষ ও নারী একে অপরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকানো এবং গোপনাঙ্গের দিকে তাকানো (বিবাহিত সম্পর্ক বাদে) যে কত জঘন্য অপরাধ তা স্পষ্টতই বোঝা যায়। ইসলাম এভাবে মানুষকে শোভনতা ও লজ্জাশীলতা শিক্ষা দিয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়। হঠাৎ কোন নারীর প্রতি কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়লে পুরুষ তার দৃষ্টি সরিয়ে নেবে, পাপের দৃষ্টিতে তার দিকে অনেকক্ষণ তাকানো যাবে না বলে হাদীসে উল্লিখিত আছে। নারীও পুরুষ থেকে তার দৃষ্টিকে অবনত রাখবে।

তেইশ
ইসলাম পরম মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের ধর্ম :

ক্রীতদাস প্রথা দু-একশ বছর পূর্বেও ইউরোপ আমেরিকায় ছিল। হযরত মোহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসে ক্রীতদাসকে মুক্তি দানের প্রথম সচেতন ব্যক্তিত্ব। ক্রীতদাস মুক্ত করাকে নবী (সা.) ইবাদতের মর্যাদায় নিয়ে এসেছেন। এ সম্পর্কে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর একটি হাদীস রয়েছে যা বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসটি হল: "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করবে, প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গকে দোজখের আগুন হতে মুক্তি দান করবেন। এমনকি, ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থানের বিনিময়ে এই ব্যক্তির লজ্জাস্থানও আগুন হতে মুক্তি পাবে।" মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া এবং দাসত্ব থেকে তাকে মুক্তি দেয়া ইসলামের অবশ্যই একটি শ্রেষ্ঠ বিধান।

www.amarboi.org

চব্বিশ

ইসলামের রাষ্ট্রিক-প্রশাসনিক বিধান :

মদ্যপান, চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, দুর্নীতি– প্রভৃতি যে কোন অপরাধের বিচার-বিধি রয়েছে ইসলামে। চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে এই বিধান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য। কোরআন যে রাষ্ট্রের সংবিধান সে রাষ্ট্রের জন্য। সে জন্য বাংলাদেশের চোরের জন্য হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য নয়। সৌদি আরবে হাত কাটা হয়– সেজন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংস্থা জরিপ চালিয়ে দেখেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত ও চোরহীন দেশের মধ্যে সৌদি আরব অন্যতম। কোরআন ও হাদীস হল ইসলামের বিধানাবলীর প্রধান ভান্ডার। যে শাসক বা ইমাম কোরআন হাদীস অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে এবং দেশ চালায়– তেমন নেতার অনুসরণের কথা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। নবী (সা.)-এর হাদীসে আছে, “যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করলো। যে ব্যক্তি আমীর বা নেতার অনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। সুতরাং যে শাসক বা ইমাম বা নেতা খোদার প্রতি ভয়-ভীতি রেখে তাঁর বিধান মোতাবেক শাসন চালায় এবং ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, এর বিনিময়ে সে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি সে তার বিপরীত কোন কথা বলে বা কোন কাজ করে, তা হলে তার গুনাহ এবং সাজাও তার উপর বর্তাবে।”

কোন মুসলিম শাসক যদি প্রতারক বা আত্মসাৎকারী রূপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেস্ত হারাম করে দেবেন বলেও বোখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত আছে। সে জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ বিধানে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি দায়বদ্ধ থেকে ঈমানদার বা বিশ্বাসী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে জনগণের উপকার করতে হবে।

পঁচিশ

ইসলামে আত্মীয়তা ও অতিথিদের অধিকার :

আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। বহু পরিবার একত্রিত হয়ে সমাজ সৃষ্টি হয়। আত্মীয়তার রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেস্তে

www.amarboi.org

প্রবেশ করবে না বলে বিশ্বনবী (সা.)-এর বিশেষ হুসিয়ারী ও সাবধান বাণী আছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি (বিচার দিবস, কিয়ামতের দিন) বিশ্বাস রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের অধিকার আদায় করে। অতিথিকে সম্মান করা ও অতিথির হক আদায় করার ব্যাপারেও বোখারী ও মুসলিম শরীফের মাধ্যমে নবী (সা.)-এর বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। বর্তমান সমাজ-রাষ্ট্রের মুসলমানরা আত্মীয় ও অতিথির হক বা অধিকার ঠিক মতো আদায় করলে সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য, সম্প্রতি ও ভ্রাতৃত্ব জোরদার হয়ে একটি আনন্দ-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবে।

ছাব্বিশ
ইসলামে অহঙ্কার ও অপব্যয় নিষিদ্ধ :

জীবন ধারণের জন্য যতটুকু অর্থবিত্ত দরকার সেটুকু হলেই একজনের চলে যায়। বেশী সম্পদের অধিকারী হলে তাকে যাকাত দেয়া ও দান করতে বিশেষ নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে আছে। তবে তার সম্পদ যাতে তাকে অহংকারী না করে এবং সে যাতে অপব্যয় না করে। কারণ ধনীর অপব্যয়ের টাকা দিয়ে কয়েকটি সংসার চলতে পারে। যে কোন সময় যে কোন কারো মৃত্যু পরোয়ানা চলে আসতে পারে। সে জন্য মানুষের পক্ষে অহংকার করা সাজে না। মৃত্যু যার অবধারিত তার পক্ষে অহংকার মানায় না। মেশকাত শরীফ থেকে বিশ্বনবী (সা.)-এর একটি হাদীস উদ্বৃত করছিঃ "তোমরা খাও, পান কর, দান-সদকা কর এবং পরিধান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অহঙ্কারে পতিত হয়ো না।"

সাতাশ
ইসলামে সৌজন্যবোধ ও সালাম প্রদানের গুরুত্ব :

সমাজের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ একে অপরকে বয়স অনুযায়ী সম্মান, শ্রদ্ধা ও স্নেহ করলে সমাজ-মানুষের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে। সম্মান-শ্রদ্ধা

www.amarboi.org

ও স্নেহ জানানোতে আমাদের কার্পণ্য আছে বলে সমাজ-রাষ্ট্রে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। সমাজের জন্য এটি খুবই ক্ষতিকর হচ্ছে। মিশকাত শরীফের ৪৩৩৯ নম্বর হাদীসে আছে, নবী (সা.) নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিতেন।

মেশকাতের ৪৩৪২ নম্বর হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন: "আগে সালাম প্রদানকারী গর্ব অহংকার হতে মুক্ত।" মেশকাতের ৪৩৪০ নম্বর হাদীসে আছে, নবী (সা.) ছোট বড় সবাইকে সালাম দিতে বলেছেন। সালামের বাক্যটি হল : আসলালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে বিশ্বনবী (সা.) এমন একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে মুসলমান, মুশরিক বা আল্লাহর সাথে অংশীদারকারী পৌত্তালিক ও ইহুদিগণ ছিল, কিন্তু তিনি সকলকে সালাম প্রদান করেছেন। ছোট বড় সবাই সবাইকে এবং ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে সকলকে সালাম দেয়ার এ ইসলামী পদ্ধতিকে অবশ্যই চরম সৌজন্যমূলক হিসেবে প্রাজ্ঞজন স্বীকার করবেন।

আঠাশ

ইসলামে সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বক্তৃতা :

ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে অনেকে বলে থাকেন যে, কবিতা ও সাহিত্যচর্চা ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ নবী (সা.) কবিতা শুনতেন এবং কবিতার মাধ্যমে ধর্মীয় সমস্যা সমাধানের ইতিবাচকতা প্রদর্শন করতেন। বোখারী শরীফের হাদীসে নবী (সা.) বলেছেন : কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ। কোন কোন বক্তৃতা যে মন্ত্রমুগ্ধের মত মানুষকে মুগ্ধ করে এবং বক্তৃতার যে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রচন্ড শক্তি আছে তাও বোখারী শরীফের হাদীসে নবী (সা.) উল্লেখ করেছেন। প্রজ্ঞাগত শ্রেষ্ঠত্ব কবিতা, সাহিত্য ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে প্রচার করে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান বিতরণ করে সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষতকে শোধন করা যায়। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর

www.amarboi.org

বিদায় হজ্জের বক্তৃতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অনন্যসাধারণ জ্ঞানতান্ত্রিক বক্তৃতা। চার খলিফার শুক্রবারের বক্তৃতা খুবই জ্ঞান প্রদায়ক ছিল।

উনত্রিশ
ইসলামে পরচর্চা ও পরনিন্দা করা গভীরভাবে নিষিদ্ধ :

অশিক্ষিত মহল তো বটেই; শিক্ষিত মহলেও একজন আরেকজনের বদনাম রটিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকে। এতে মানব-বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কোরআনে পরনিন্দা ও পরচচর্চাকে (গিবত) মৃত ভাইয়ের মাংস খাবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যে মানুষ এক মুখ নিয়ে একজনের কাছে; অন্য মুখ নিয়ে অন্যজনের কাছে অর্থাৎ একজন মানুষই যদি দ্বিমুখী সাপের মত জঘন্যতা নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়, এমন খারাপ ও পরচর্চাকারী ব্যক্তি বিচার দিবস বা পুনরুত্থানের দিনে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় থাকবে বলে নবী (সা.) বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উল্লেখ করেছেন। পরচর্চার কারণেই সমাজ-শৃঙ্খলা গভীরভাবে বিনষ্ট হয়– ইসলামে পরচর্চা বিরুদ্ধে এমন তীব্র কষ্টকর উচ্চারণের কারণে ইসলাম যে মানব-সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে কত গভীর মনোযোগী তা-ই স্পষ্টায়িত হয়।

ত্রিশ
ইসলামে মানব-হত্যা সবচেয়ে বেশী অন্যায় কাজঃ

পাশ্চাত্যে ইসলামকে জঙ্গি বা হত্যাকারী ধর্ম হিসেবে প্রাচ্যতত্ত্ববাদীরা এবং ইহুদি-খ্রিষ্টান ব্লক এবং সামাজ্যবাদীরা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। অথচ ইহুদি, খ্রিষ্ট ও ইসলাম তিনটি ধর্মই প্রত্যাদিষ্ট (Revealed) ধর্ম। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক মুসা (আ.) এবং খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক ঈসা (আ.) দুজনকেই ইসলাম ধর্মে নবী হিসেবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। সে জন্য ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মের দ্বন্দ্ব ও বিরূপতা সৃষ্টি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করলো সে যেন সমস্ত

www.amarboi.org

মানবজাতিকে হত্যা করলো। সে জন্য ইসলামে মানব-হত্যা করার প্রশ্নই আসে না। অথচ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ইসলামের উপর হত্যার অভিযোগের কলঙ্ক লেপন করে দিয়েছে দু:খজনকভাবে। কুফরী অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী। কুফরী সবচেয়ে বড় পাপ। কাউকে গালমন্দ করা অন্যায় বা ফাসেকী কাজ এবং মুসলমানকে হত্যা করা কুফরীর তুল্য। মানব-হত্যার বিপক্ষে নবী (সা.)-এর গভীর সতর্কবাণী মুসলিম শরীফে নিম্নোক্তভাবে উল্লিখিত আছে: "কোন মুসলমানকে গাল-মন্দ করা ফাসেকি; আর হত্যা করা কুফরী।"

একত্রিশ
ইসলামে সচ্চরিত্রতা, সততা ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ জরুরী বিষয় :

সমাজ-রাষ্ট্র ও পরিবারের দুর্গতি ব্যক্তির অধপতন থেকেই শুরু হয়। ব্যক্তি অসৎ চরিত্র ও অনৈতিক হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র খারাপ হতে বাধ্য। দীর্ঘ নীরবতা ও সচ্চরিত্র গুণকে নবী (সা.) খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। সওয়ার বা পূণ্যের মাপের পাল্লায় এ দুটো গুণ খুবই ভারী বলে নবী (সা.) উল্লেখ করেছেন। সমাজের মানুষের মধ্যে সততা, ওয়াদা বা শপথ রক্ষা, আমানতদারী, লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করা, দৃষ্টিকে অবনত রাখা এবং নিজ হাতকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখার খুবই সংকট দেখা যাচ্ছে। অথচ উপর্যুক্ত এই ছয়টি বিষয়ের কেউ জিম্মাদারী নিলে নবী (সা.) তার জান্নাত বা বেহেস্তের জিম্মাদার হবেন বলে মেশকাত শরীফের ৪৫৩৬ নং হাদীসে উল্লিখিত আছে। পাশ্চাত্যে তো বটেই; স্বদেশেও অবাধ যৌনাচার অনেকটা চালু হয়ে গেছে দু:খজনকভাবে। কেউ যদি সৎ হয়, দৃষ্টিকে অবনত রাখে বা পাপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তার পক্ষে অবাধ যৌনতা সম্ভব নয়। অন্যের ব্যবহৃত টুথব্রাস দিয়ে আমরা কেউ ব্রাস করি না; অন্যের ব্যবহৃত নারী বা পুরুষকে কীভাবে যৌনতায় ব্যবহার করা যায় তা শুধু গভীর অরুচিশীল ও অসভ্যরাই করতে পারে। অথচ নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, পুরুষ বা নারী তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিলে

www.amarboi.org

তিনি তাদেরকে জান্নাত বা বেহেস্ত দানের ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

বত্রিশ
ইসলাম একটি পরিকল্পিত দর্শনের (Philosophy) নাম :

ইসলাম মানব জীবনকে খুবই গুরুত্ব ও দূরদর্শিতা দিয়ে বিবেচনা করে থাকে। পৃথিবীর যাপিত জীবন যাতে সুন্দরতর, প্রাজ্ঞ এবং আনন্দময় হয় এবং পরকালের জীবনও যাতে সুখকর হয় উভয় দিকে ইসলামী দর্শনের গভীরতর মনোযোগ। মিশকাত শরীফের ৪৮২৫ নং হাদীসে নবী (সা.) পাঁচটি জিনিষ আসার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে সম্পদ মনে করতে বলেছেন। সেগুলো হল :
১. বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে ২. রোগাক্রান্ত হবার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে ৩. দরিদ্রতা আসার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে ৪. ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসর সময়কে ৫. মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনকে। কেউ যদি উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে জীবনকে যাপন করে তবে সে সুস্থতা, স্বচ্ছলতা, নৈতিকতা নিয়ে জীবন যাপন করে পরজগতেও অপার শান্তির অধিকারী হতে সক্ষম হবে। মিশকাত শরীফের ৪৮৪৮ নং হাদীসে মানুষকে তার বয়স, যৌবন এবং সম্পদ সম্পর্কে কিয়ামত বা পুনরুত্থান দিবসে জিজ্ঞাসা করা হবে এগুলো সে কীভাবে ব্যয় করেছে সেই বিষয়ে। কেউ যদি সৎভাবে ও আল্লাহকে বিশ্বাসের সহিত জীবন যাপন করে তবে দুনিয়া ও পরকালে তার জন্য ইতিবাচক জীবন সম্ভাবনা অবশ্যই সৃষ্টি হবে। যুগপৎ ইহকাল ও পরকালের উপর ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব গুরুত্ব দেয় বলেই অন্যান্য মতবাদ ও দর্শন থেকে এটি অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ।

তেত্রিশ
ইসলামে নারীর অধিকার :

নর ও নারীর মাধ্যমেই বিশ্ব সংসার সাজিয়েছেন আল্লাহ্। পিতা ও মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব সৃজন প্রক্রিয়া চলে। পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমেই বিশ্ব সংসার রচিত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক যে

www.amarboi.org

কত মধুরতম হতে পারে, তা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্টায়িত হয়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে নবী (সা.) আনন্দ-দৌড়ও সম্পন্ন করেছিলেন। নবী (সা.)-এর আমলে আরবের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বিশ্বনবী (সা.) নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেই অমানবিক প্রথাকে বন্ধ করেছিলেন। কোরআনেও বলা হয়েছে, দারিদ্রের কারণে তোমরা কন্যা শিশুদের হত্যা করো না। পিতামাতা উঃ শব্দ বলতে পারে, এমন কষ্টদায়ক আচরণ যাতে সন্তানরা না করে সে জন্য কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নারী ও পুরুষই হল মাতা ও পিতা– সুতরাং নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ সন্তানদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমতার বিধান অবতীর্ণ করেছেন। নবী (সা.)-এর হাদীসে আছে, প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর বিদ্যার্জন করা অবশ্য কর্তব্য (ফরজ)। শুধু পুরুষের জন্য শিক্ষা লাভ নয়, নারীর জন্যেও সমভাবে শিক্ষিত হওয়া নবী (সা.) অবশ্য কর্তব্য হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ শিক্ষা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়; বরং পৃথিবীর সকল জ্ঞানার্জনের কথাই এখানে বলা হয়েছে। কারণ কোরআনে আল্লাহ্ কোন জ্ঞানের কথাই বাদ দেননি। নারীরা পুরুষের মতো শিক্ষিত হলেই তো সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নতির প্রকৃত ধাপে উপনীত হতে পারবে।

পর্দা বলতে নারীর মুখ, হাত ও পায়ের পাতা বাদে বাকী অংশ ঢেকে রাখার কথাই কোরআনে বলা হয়েছে। এ পর্দা রক্ষা করে নারী অবশ্যই শিক্ষিত হওয়াসহ কর্মক্ষেত্রে চাকুরি করতে পারবে। নারীরা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছে, ইসলামের ইতিহাসে আমরা সে সাক্ষ্য পাই। নারীর ইবাদত নারীর জন্য, পুরুষের ইবাদতের ফল পুরুষ পাবে। অনু পরিমাণ সৎ ও অসৎ কর্মের পরিনাম নারী ও পুরুষ তাদের কর্মফল অনুযায়ী পাবে। স্বতন্ত্রভাবে নারীর পূণ্যে পুরুষের বা পুরুষের পূণ্যে (সওয়াব) নারীর কাজ হবে না। যার যার পূণ্য তার তার জন্য। সুতরাং ইবাদতের

www.amarboi.org

ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। নারীরা তাদের পিতামাতার সম্পদ এবং স্বামীর সম্পদ উভয়ই পাবে। কিন্তু পুরুষ তো শুধু তার পিতার সম্পদ পাবে। সে জন্য পিতার কাছ থেকে নারী তার সহোদর ভাইয়ের সমান সম্পদ পাবে না, যেহেতু স্বামীর সম্পদও সে পাবে।

একজন পুরুষ চারজন নারীকে বিয়ে করতে পারবে। এই ভাষাকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রতিটি স্ত্রীর প্রতি শারীরিক মানসিক আর্থিক ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে না পারলে চারটি বিয়ে করা যাবে না বলে কোরআনে বলা হয়েছে। সমতার প্রকৃত রূপ চিন্তা করলে চার বিয়ে করা যায় না। তালাক শুধু পুরুষই নয়; নারীও দিতে পারে এই তথ্য অনেকেরই জানা নেই। 'মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত' হল নবী (সা.)-এর একটি হাদীস। মায়ের প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে নবী (সা.) তিনবার এবং বাবার ক্ষেত্রে একবার উল্লেখ করেছেন। এতে নারীর অধিকারকেই হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

পাঁচ : পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামের মর্মকথা

'ইসলাম' এর মাধ্যমে একটি মাত্র ধর্মকে বোঝানো হয়ে থাকে। আসলে ইসলাম কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের নাম নয়। ইসলাম হলো সমস্ত সৃষ্টির ধর্ম। মানুষ তো বটেই, যে কোন সৃষ্টি, গাছ, হরিণ, আকাশ, মাটি, নক্ষত্র, পাখি– অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিসমূহের ধর্মই হল ইসলাম। ইসলাম-এর অর্থ শান্তি এবং আত্মসমর্পণ উভয়টিই। প্রতিটি সৃষ্টিই আল্লাহর প্রতি আত্মসমপর্ণ-শীল। আত্মসমর্পণের মধ্যেই শান্তি বিরাজমান।

বলা হতে পারে, আল্লাহ শব্দটি তো ইসলাম ধর্মের শব্দ। হযরত মোহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আনিত কোরআন ও নবী (সা.)-এর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে আল্লাহ শব্দ আছে। স্মতর্ব্য যে, মুসা (আ.)-এর উপর তাওরাত, ঈসা (আ.)-এর উপর ইঞ্জিল এবং দাউদ (আ.)-এর উপর যবুর নামক আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। যিশু খ্রিষ্টের ধর্মগ্রন্থকে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, উপরের চারজন নবীর কিতাবের মধ্যে 'ইলোহিম' শব্দ পাওয়া যায়, যা আসলে এলাহি বা উপাস্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলিফ, লাম এবং হে আরবী এই তিনটি শব্দের মাধ্যমে এলাহি থেকে আল্লাহ শব্দটিও গঠিত হয়েছে। সে জন্য এটি স্পষ্ট যে, ইহুদি-খ্রিষ্ট ধর্মের যিনি আল্লাহ, তিনি ইসলাম ধর্মেরও আল্লাহ। তাছাড়া আরো উল্লেখ্য যে, মুসা, ঈসা, দাউদ ও হযরত মোহাম্মদ (সা.) এই চারজনেরই কলেমা বা মূল বাণী ছিল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। প্রতিটি কলেমার শেষেই নির্দিষ্ট চার নবীর নাম উল্লিখিত আছে। সে জন্য, ইহুদি, খ্রিষ্ট প্রত্যাদিষ্ট (Revealed) ধর্ম– যে ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে অন্য নবীদের ব্যাপারে সুসংবাদ এবং তাদের আগমনের বাণী বর্ণিত রয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর কলেমাও ছিলঃ "লাইলাহা ইল্লল্লাহু আদামু সফিউল্লাহ।" একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড নামে প্রায় দুইশত বছর যাবৎ ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত

www.amarboi.org

ছিল– এটি ঘটেছে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে। এটি হওয়া খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে। বর্তমানেও বুশ ও ব্লেয়ার প্রশাসনসহ হান্টিংটনের তত্ত্বধারণকারীরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিপক্ষের শত্রু হিসেবে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিবেচনা করছে। এটিও খুব অন্যায় কাজ হচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম ও ইহুদি ধর্মকে এক সাথে একটি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে তার সঙ্গে খ্রিষ্টধর্মকে যুক্ত করে ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে এই তিনটি ধর্মকে স্থাপন করা হচ্ছে। আমি তো একটু আগেও বলেছি, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নাম যেমন রয়েছে; কোরআন ও হাদীসেও মুসা, ঈসা (আ.), দাউদ এবং অন্যান্য নবীদের নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত আছে। স্রষ্টা হলেন পরম প্রেমময়। মানুষ ও সৃষ্টির প্রতি ভালবাসার কারণেই তিনি পৃথিবীতে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। হিন্দু ধর্মের বেদ, উপনিষদ ও গীতার মধ্যেও নবী (সা.)-এর নাম আছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্মা' বাক্যের মাধ্যমে ব্রহ্মা বা সৃষ্টিকর্তা যে এক ও অদ্বিতীয় সে কথাই বেদের মধ্যে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। ইহুদি, খ্রিষ্ট ও ইসলাম তিনটি ধর্মেই এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার কথা বলা হয়েছে। ঈসা (আ.) নিজে যেখানে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা রুহুল্লাহ' বলেছেন, সেখানে খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদী (Trinity) ধারণা যে পৌরাণিকতা প্রসূত (Mythological) এবং ভ্রান্ত তা স্পষ্ট একটি বিষয়।

ড. সুকোমল বড়ুয়া লিখেছেন, বৌদ্ধ বলেছেন যে, "মানুষ নিজেই নিজের প্রভু, তার অন্য প্রভু নেই"। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বর বা স্রষ্টায় যে বিশ্বাস করে না, ড. বড়ুয়ার বাক্য থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলাম আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে আত্মজ্ঞানতত্ত্বের মাধ্যমে আল্লাহর অনুসন্ধান করে থাকে। সক্রেটিস বলেছেন, Know thyself. মুসলিম আধ্যাত্মিক সুফীরা বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে আল্লাহকে চিনেছে। আল্লাহ 'নির্দেশ আকারে' আত্মাকে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বলে কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আত্মতত্ত্ব দর্শন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে, স্রষ্টাকে আত্মধ্যানের

www.amarboi.org

মাধ্যমে চেনার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন আত্মা বিষয়ক আলোচনায় আসা যাক। অনেক বিজ্ঞানী আত্মাকে স্বীকার করেন। কেউ কেউ করেন না। কেউ বলেন যে, দেহের মধ্যে জীবিত উপাদান হিসেবে দেহের সর্বত্র আত্মা বিরাজিত, তবে স্বতন্ত্রভাবে তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এরিষ্টটল, প্লেটো, সক্রেটিস, দর্শনের জনক ডেকার্ট, ইমাম গাজ্জালী, জালালুদ্দীন রুমী এবং ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আত্মা যে অমর ও সর্বত্র বিরাজিত তা কোরআন-হাদীসেও আছে। যে কোন ধর্মের যে কোন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, সে একই সাথে তার চিন্ত াশক্তির ও আত্মাশক্তির মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনা চিন্তা করতে পারে। এটি তার নিজে সঙ্গে যে আত্মা রয়েছে সেই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

তাও, কনফুসিয়াস ও অন্যান্য ধর্মের মানুষরাও চিন্তা করলে তাদের নিজের মধ্যেই আত্মা-বিরাজিত থাকার প্রমাণকে বুঝতে সক্ষম হবেন। প্রতিটি মানুষ এবং সৃষ্টির (গাছ, এমনকি পাথর, মাছ, পাখি) মধ্যেই এক ধরনের আত্মার অস্তিত্বমানতা আছে। পাথর বা কাঠের টুকরার মধ্যেও Nous বা এক ধরনের চেতনা কার্যকর থাকে, সেটিই সেই পদার্থের আত্মা। পশু পাখি, বৃক্ষ এবং অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও আত্মা আছে। মানুষের আত্মাই সবচেয়ে বিকশিত, পরিণত, বুদ্ধিদীপ্ত ও সম্প্রসারিত।

প্রতিটি ধর্মের মানুষের স্রষ্টা যে একজনই তা যে কোন মানুষের দৈহিক আকৃতি দেখলেই বুঝা যায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই মস্তিস্ক, হাত, পা, পেট, হৃৎপিন্ডসহ অন্যান্য প্রত্যঙ্গ রয়েছে। কেউ কেউ বিকলাঙ্গ হতে পারে, এটিও স্রষ্টারই ইচ্ছায় ঘটে। তবে বিকলাঙ্গদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শরীরও যে একই স্রষ্টার সৃষ্টি তা একটু সামান্য চিন্তাতেই বোঝা যায়। সে জন্য আমি মনে করি, প্রতিটি ধর্মের মানুষকেই এক স্রষ্টাতে বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। এক স্রষ্টার পরিকল্পনারই যে অংশ প্রতিটি মানুষ তা, প্রতিটি মানুষের শরীরে দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সে কারণে, আমি মনে করি ধর্মের কারণে কোন দ্বন্দ্ব নয়; হিংসা-মারামারি ও রক্তারক্তি

www.amarboi.org

কিছুতেই হতে পারে না। অতীতে যা হয়েছে, তা মানুষের প্রকৃত ও গভীর জ্ঞানের অভাব ও গভীর মনুষ্যত্ববোধহীনতার কারণেই হয়েছে।

প্রতিটি ধর্মেরই প্রবর্তক আছেন। ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের কালেমাই ছিল 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।' হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের কারণে অন্য ধর্ম রহিত হয়ে যাবার অর্থ তাদের সময়কার শরীয়াত বা জীবনের বিধানাবলী বর্জিত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস তো এখনো অটুট এবং আগের মতোই রয়েছে।

খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদীরা স্রষ্টা, জিব্রাইল ও মেরি বা ঈসার মা–এই তিনজনকে স্রষ্টা মনে করে। জিব্রাইল তো আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি তো অন্যান্য নবীদের কাছেও বাণী নিয়ে আসতেন এবং মেরি বা মরিয়ম তো একজনের (ঈসার) মা। তিনি তো মানুষ, ভাত-মাছ খেতেন তিনি; অমর নন তিনি। আল্লাহ তো অভাবমুক্ত এবং কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো দ্বারা তিনি জন্মপ্রাপ্তও নন। স্রষ্টার এই গুণ মানুষের জন্য খুবই সৌভাগ্যের। সে জন্য খ্রিষ্টান ত্রিত্ববাদীদের উচিত পৌরাণিক ত্রিত্ববাদী ধারণাকে জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বাজেয়াপ্ত করা। আল্লাহর একত্বকে তাদের স্বীকার করা উচিত।

মুসলমানদেরও উচিত শিয়া, সুন্নী, মোতাজিলা, কাদিয়ানি প্রভৃতি মতবাদের দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে এক আল্লাহ এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও প্রেম স্থাপন করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য একাগ্রচিত্ত হওয়া।

যে কোন ধর্মের মানুষকেই অহংকার করতে দেখা যায়। মানুষ যেহেতু মরে যাবে এবং তার মরণ-পরবর্তী জীবন যে কেমন হবে, সুখের না দু:খের, তা যেমন কোন মানুষের জানা নেই সে জন্য মানুষের অহঙ্কার করা সাজে না। অহঙ্কার মানুষের মানায় না। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সহীহ হাদীসে আছে, "বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি এবং অতঃপর তাতেই সুদৃঢ় থাকো।"

নাসাঈ শরীফের অন্য আর একটি সহীহ হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা

www.amarboi.org

তার উপর দশবার রহমত বা আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। এছাড়া তার দশটি গুনাহ মাফ করা হবে এবং দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেস্তাগণ নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করেন। আল্লাহ কোরআনে এও বলেছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করো; তবে আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

মুসলমানরা সওয়াব লাভের জন্য এবং বেহেস্ত লাভে আশায় ধর্মকর্ম করে থাকে। বেহেস্ত তো আল্লাহর নির্মিত একটি ঘর, তাকে পাওয়ার লোভ বাদ দিয়ে নবী (সা.)কে ভালবেসে রাসূল (সা.)কে অনুসরণ করে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা এবং নবীর (সা.) দীদার লাভ করার প্রচেষ্টা বরং মুসলমানদের চালানো উচিত। তাহলেই নবী (সা.)-এর জীবনের আদর্শ অনুযায়ী মুসলমানরা তাদের জীবনকে যাপন করে পৃথিবীতে রাসূল (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করতে সমর্থ হবে। ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কালেমা, নামাজ, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সর্বক্ষণের জন্য সে মুসলমান নয়; যতক্ষণের জন্য তার বিশ্বাস, ততক্ষণের জন্যই সে মুসলমান। বিশ্বাস না থাকলেই বা বিশ্বাস শিথিল হলেই মানুষ পাপ করে অথচ পাপ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। সুতরাং পাপ করার মুহূর্তে সে মুসলমান নয়।

নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত বলেই আমরা জানি। নফল নামাজ হিসেবে তাহাজ্জুদ, আওয়াবীন, ঈশরাক, চাশত, কৃতজ্ঞার নামাজ, বিশ্ব মুক্তি জন্য নামাজ, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাজ, গজব মুক্তির জন্য নামাজ, প্রভৃতি নামাজ ধরলে তো নামাজের সংখ্যা হয় অসংখ্য। আসলে নামাজে আল্লাহ যে পবিত্র, বড়, মহান, শ্রেষ্ঠ, ক্ষমাশীল, দয়াশীল, করুণময়, প্রেমময় অমর, স্রষ্টা– প্রভৃতি গুণাবলীর কথাই আমরা ব্যক্ত করি। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হবার জন্য। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানই আল্লাহর উপরের গুণাবলীসহ অন্যান্য গুণসমূহ অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় না।

www.amarboi.org

রোযার ফল স্বয়ং আল্লাহ্ বান্দাকে দান করবেন। শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকার নাম রোজা নয়। পাপ কাজ না করা, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করা, এমনকি চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে অশ্লীল জিনিস দেখে পাপ না করার মাধ্যমেই প্রকৃত রোজা রাখতে হয়।

হজ্ব শুধু টাকা আছে বলেই মক্কা ও মদিনা শরীফে যাওয়া– তা কিন্তু নয়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা.) প্রেম প্রকৃতভাবে অর্জন করা জন্যই হজ্বের বিধান দেয়া হয়েছে।

যাকাত হলো গরীব-নিরন্ন মানুষদের ধনীর নির্দিষ্ট অতিরিক্ত (বছরে যার সাড়ে সাত তোলা সোনা ও সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার অধিক সম্পদ থাকলে) সম্পদ থেকে দান করা। এই দান অর্থ গরীবদের প্রতি করুণা করা নয়, এর অর্থ দরিদ্রদেরকে মন থেকে ভালবেসে তাদের অভাব মোচন করে তাদেরকে স্বচ্ছল করে তোলার চেষ্টা করা। কারণ দরিদ্রদের সঙ্গেও আল্লাহ থাকেন। তাদেরকে খাওয়ালে আল্লাহও খুশি হন।

আল্লাহর একটি নাম হলো সোবহান, যার অর্থ পবিত্র। আল্লাহ পবিত্রতা পছন্দ করেন। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া সম্পর্কে ভয় করে কুপ্রবৃত্তি ও পাপ কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তার স্থান হবে জান্নাতে। অবৈধ কামচর্চা করা এখানে প্রবলভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নবী (সা.)-এর হাদীসে ওজু বা পবিত্রতার সঙ্গে সব সময় থাকার কথা বলা হয়েছে। কারণ সব সময় পবিত্র থাকলে আল্লাহর নাম স্মরণ করা যায়। কোরআনের ভাষায় স্মরণ করাকে বলা হয় জিকির। সোবহানাল্লাহি আলহমদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এগুলোসহ নামাজের মধ্যে যে দরুদ শরীফ পাঠ করা হয়, তা সহ কোরআন তেলাওয়াত করাও হলো জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের কথা এটি যে, আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করবে, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন: মানুষ এবং জ্বীনকে আমি শুধু আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। প্রতি মুহূর্তে পবিত্র ও পাপ মুক্ত থেকে দুনিয়াবী চাকুরী বা সৎ কাজ শুরুর সময়েও আল্লাহকে স্মরণ

www.amarboi.org

করলে সেটিও জিকির হবে। আল্লাহ্ এমন মহান যে, তিনি কোরআনে বলেছেন, যখন তোমরা অবসর পাও আমাকে স্মরণ করো। সে জন্য আমাদের উচিত সব সময় পবিত্র থেকে খোদা ও রাসূল (সা.)-এর প্রেমে মগ্ন থেকে সব সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে আল্লাহ্র স্মরণ (জিকির)কে আমাদের অন্তরের (ক্বলব) মধ্যে জারি রাখা।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্র হাতে মানুষের অন্তর যেমন তৃণশূন্য মাঠে একটি পালক, যাকে প্রবল বায়ু বুকে পিঠে ঘুরিয়ে থাকে (আহমদ)। আল্লাহ্ তো সর্বশক্তিমান, তিনি যেমন ইচ্ছা তাঁর বান্দার অন্তরকে পরিচালিত করবেন। তিনি কারো বাধ্য নন। বান্দার সুপথ বা কুপথ প্রাপ্তি আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। মানুষ শুধু চেষ্টা করে যেতে পারে। মানুষের প্রতি মুহূর্তের ভয় এই যে, সে হয়ত বিভ্রান্তও হয়ে যেতে পারে, যদি আল্লাহ্ তা চান, আবার, আল্লাহ্ চাইলে তিনি সুপথ প্রাপ্তও হতে পারেন। সে জন্য, প্রকৃত খোদাপ্রেমিক ভালো মানুষের প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্র প্রতি স্মরণ ও সচেতন থাকা এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি মমত্বপ্রাণ থাকার চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই চেষ্টা করবেন, তিনি অহঙ্কার তো দূরের কথা; অপরের অমঙ্গল চিন্তার কথাও তার মনে কখনোই আনবেন না।

স্মর্তব্য, পুনরুত্থানের (Resurrection) দিনে যেখানে সমস্ত নবী বলতে থাকবেন, আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাও; সেখানে হযরত মোহাম্মদ (সা.) বলতে থাকবেন, হে আল্লাহ্, আমার উম্মতদেরকে রক্ষা করুন। অন্যান্য নবীরা ছিলেন গোত্রের, গোষ্ঠীর বা কোন জাতির বা এলাকার নবী; কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (সা.) ছিলেন 'রাহ্মাতুল্লিল আলামিন' বা সমগ্র বিশ্বের মানুষে জন্য রহমত বা আশীর্বাদ স্বরূপ নবী। শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নবী (সা.) পৃথিবীতে আসেননি; তিনি এসেছেন পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষকে এক আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করার জন্য। সে জন্য আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা নবী (সা.)-এর প্রতি একবার মাত্র দরুদ শরীফ পাঠ করলে, আমাদের উপর মহান আল্লাহ্ তায়ালা দশবারই শুধু রহমত বা আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন না; অধিকন্ত আমাদের দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং আমাদের দশটি সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালা বৃদ্ধি করে দেবেন। সে জন্য প্রতিটি মুসলমানের উচিত, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উদ্দেশ্য প্রতি মুহূর্তে ভালোবাসার সহিত দরুদ শরীফ পাঠ করা। আর আমাদের প্রতি মুহূর্তের গুণাহের জন্য সর্বক্ষণ তওবা বা ভুল স্বীকার করা আর ভুল না করার অঙ্গীকার করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালার স্মরণ বা জিকিরে মশগুল থাকা। যে কোন ধর্মের মানুষ তা করবে, অবশ্যই তার আত্মিক ও আধ্যাত্মিক (Spiritual) উন্নতি সাধিত হবে।

www.amarboi.org

ছয়- ষষ্ঠ অধ্যায়

সওয়াব (পূণ্য) প্রত্যাশা নয়; আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রেম প্রত্যাশাতেই মুক্তি

সওয়াব প্রত্যাশা নয়, আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর প্রেম প্রত্যাশাতেই মুক্তি। ইসলাম ধর্মে সওয়াব বা পূণ্য নামে একটি পরিভাষা আছে। ভালো বা সৎ কাজ অথবা ধর্ম-নির্দেশিত কাজ করলে, সওয়াব বা পূণ্য লাভ হবে এটি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। এটি সত্য কথা, তবে অধিকতর সত্য কথা হলো, সওয়াব বা পূণ্য লাভের জন্য বা বেহেস্ত লাভের জন্য পূণ্যকর্মের চেয়ে বরং নবী (সা.)-এর ভালবাসা এবং আল্লাহর প্রেম অর্জন করার জন্যই আমাদের ধর্ম পালন করা উচিত।

এই ভাল কাজটি করলে সওয়াব পাবো বা বেহেস্ত পাবো এই ভাবনার চেয়ে বরং এই সৎ কাজটি করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাকে ভালবাসবেন সে জন্য আমি স্রষ্টা ও নবী (সা.)কে ভালবাসি বলেই পূণ্য কাজ করে থাকি। সওয়াব লাভের জন্য নয়। এই অনুধাবন আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হওয়া উচিত।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) অধিক রাত জেগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত অধিকক্ষণ নামাজ পড়তেন যে, নবী (সা.)-এর পা-মোবারক ফুলে যেতো। এ প্রসঙ্গে নবী (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসুল (সা.) বলেছেন যে, তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবার জন্যই এত কঠিন সাধনা করে থাকেন। আমাদের উচিত, যে আল্লাহ আমাদেরকে হাত-মুখ মস্তিষ্কসহ আকাশ, আলো, নক্ষত্র সমেত এত কিছু দান করলেন, সেই আল্লাহকে ভালবেসে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রার্থনা করা, সওয়াবের আশায় নয়।

কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে নবী (সা.)-এর অনুসরণ করো, তবে আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন। তায়েফের ময়দানে কফেররা নবী (সা.)কে মারাত্মক

www.amarboi.org

ভাবে রক্তাক্ত করার পরও রাসূল (সা.) আল্লাহ্কে বলেছিলেন, "ওদের জ্ঞান দাও প্রভু, ওদের ক্ষমা কর।" হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর মতো এমন মহান মানবিক ও দরদী লোক পৃথিবীতে আর একজনও আবির্ভূত হননি। "আমি আপনাকে (রাসূলকে) সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমত বা আশীর্বাদ হিসেবে প্রেরণ করেছি" বলে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ নবী (সা.)কে অনেক ভালোবাসেন এবং নবী (সা.)-এর উপর ফেরেস্তাসহ আল্লাহ্ স্বয়ং দরুদ শরীফ পাঠ করেন বলেও কোরআনে উল্লিখিত আছে। নবী (সা.)কে অনুসরণ করলে আল্লাহ্ও আমাদের ভালবাসবেন বলে কোরআনে বিশেষ জোরের সহিত উল্লেখ করা আছে। আমরা যদি নবী (সা.)কে গভীরভাবে ভালবেসে তাঁকে (রাসূল (সা.)কে) অনুসরণ করি, তবে স্বয়ং স্রষ্টা আমাদের ভালবাসেন। সওয়াব বা পূণ্য লাভ করার চেয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা অর্জন করাটা অধিকতর প্রয়োজন মানুষের জন্য।

বেহেস্ত আল্লাহ্র তৈরী একটি বাগান। প্রশস্ত সে বাগানে ভবন, বৃক্ষ, নদী প্রভৃতি বিদ্যমান। সে বেহেস্তে যাবার জন্য মানুষ সওয়াব প্রত্যাশী হয়ে ধর্মজীবন পালন করে। কিন্তু বেহেস্তের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই বেহেস্তের মালিককে লাভ করা বেহেস্ত লাভ করার চেয়ে অনেক উচুঁ মাপের কাজ বলে আধ্যাত্মসাধকরা প্রচার করে চলেছেন। মহানবী (সা.) সব সময় আল্লাহ্র স্মরণে এবং তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকতেন। সওয়াবের প্রত্যাশার চেয়ে আল্লাহ্র প্রেম লাভের বাসনা এবং আল্লাহ্র দিদার বা সাক্ষাৎ লাভের অকাঙ্খাই নবী (সা.)-এর কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। সে জন্য, আমাদের উচিত সওয়াব বা বেহেস্ত লাভ নয়; বরং নবী (সা.)কে প্রেমের মাধ্যমে, রাসূল (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জন করা।

অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে সওয়াবের লোভ আছে। এই কাজ করলে সওয়াব পাবো নয়; এই সৎ কাজ করলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভালবাসো পাবো এই উদ্দেশ্যে মুসলমানরা ধর্ম-কর্ম করলে তাঁদের মধ্যে নবী (সা.)-এর মতো মহৎ, বিনয়ী, উদার, স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত

www.amarboi.org

চিত্ত, মানবিক ও সর্বসৃষ্টির কল্যাণকামী গুণ সৃষ্টি হবে বলে আমি মনে করি।

হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন এবং তার দশটি মর্যাদা উন্নত করে দেন। নবী (সা.)-এর প্রতি আমাদের গভীরতম ভালবাসা সৃষ্টি হলেই আমরা রাসূল (সা.)-এর প্রতি অধিক সংখ্যক দরুদ শরীফ পাঠ করতে সমর্থ হবো। তবেই আমরা আল্লাহ্র দশটি আশীর্বাদ ও ভালোবাসা এবং আমাদের জীবনে দশটি মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবো। এতে এই পৃথিবীর জীবন যেমন আমাদের জন্য সম্মানের ও মর্যাদাকর হবে; তেমনি পরকালের জীবনও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসাময় হবে। আল্লাহ্র সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দাও রাসূল (সা.)- যাকে তিনি অধিকতম ভালবাসেন। বিশ্বের ও পরকালের সেই শ্রেষ্ঠ নেতা ও পথ প্রদর্শক হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সান্নিধ্যও আমরা পেতে চাই, পরকালে শুধু বেহেস্ত বাস করতে চাই না। আর সে জন্য দরকার অধিকতর রাসূল (সা.) প্রেম ও আল্লাহ্ প্রেম; সওয়াবের প্রত্যাশা নয়।

www.amarboi.org

উপসংহার

পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, ইহুদি-খ্রিষ্ট-বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে। ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক যথাক্রমে মুসা (আ.) এবং ঈসা (আ.)। ইসলাম ধর্মে কোরআন শরীফে উপর্যুক্ত দুজনকেও সম্মানের সাথে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হেয়েছে। ত্রিত্ববাদের (Trinity) বিভ্রান্তি খ্রিস্টধর্মকে আল্লাহর একত্ববাদ থেকে বিচ্যুত করেছে। অথচ ঈসা, মুসা উভয়েরই ধর্মের মূলবাণী ছিল: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কলেমাও ছিল একই। আরবীতে আমারা সে কলেমাকে এভাবে পাঠ করি– লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। হিন্দু ধর্মেও ‘একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্ম’ ভাষ্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তা যে এক ও অদ্বিতীয় সে-ই মোটোই (Motto) প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বহুঈশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা এই ধর্মকে পালন করে। তবে আমি অনেক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এবং খ্রিষ্টধর্মের অনেক জ্ঞানী পাদ্রীর (Priest) সাথে আলাপ করে দেখেছি, তারা মনের গভীরতল থেকে এক স্রষ্টাতেই বিশ্বাস করেন। আল্লাহর সাথে অংশীবাদ সাবাস্তকারীদের গুনাহ বা পাপকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; অন্য যে কোন পাপকে ক্ষমা করবেন বলে কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন শরীফে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বারবার বলা হয়েছে। কোরআনই একমাত্র আসমানি গ্রন্থ যার লক্ষ লক্ষ হাফিজ বা মুখস্থকারী আছেন পৃথিবীতে। কোরআন এমনভাবে সংরক্ষিত হয়েছে যে, এর একটি বাক্য তো দূরের কথা একটি শব্দ এমনকি একটি বর্ণও পরিবর্তিত হয়নি, বরং কোরআনের সবকিছুই অবিকৃতভাবে আছে।

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা আল্লাহর একত্ববাদকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। অবৈধ যৌনতার পাপ তো দূরের কথা; দৃষ্টি দিয়ে পাপ করার ব্যাপারে কোরআনে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহর প্রতি গভীরতমভাবে আত্মসমপর্ণের ধর্ম হলো ইসলাম। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে ভালবেসে নবী (সা.) কে অনুসরণ করলে আল্লাহ তাঁকে ভালবাসবেন বলে কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করলে, সে যেন সমস্ত মানবকে হত্যা করলো কোরআনে এ বক্তব্য আছে। সে জন্য সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রচন্ড বিরোধী মতাদর্শ হলো ইসলাম।
কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কোরআনে কোন কিছুই বাদ দেননি। (সুরা আনআম: আয়াত ৩৮)। মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে তার প্রতিনিধি (খলিফা: Representative) হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কোরআনে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, সংস্কৃতি, শিক্ষা, নৃতত্ত্ব, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মনোবিদ্যাসহ যাবৎ মানবজ্ঞানের সবকিছুরই জ্ঞান সূত্র রয়েছে। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের মূল পার্থক্য এখানেই যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে ধর্মে উপর্যুক্ত জ্ঞান শৃঙ্খলার বাস্তব প্রমাণ সমূহ জীবন ধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রশাসনিক-পারিবারিক) হযরত মোহাম্মদ (সা.) প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। সে জন্য জাতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে জ্ঞানতত্ত্বের সামগ্রিকতার শক্তি দিয়ে ইসলাম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের বুদ্ধিজীবীরা তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অনেকেই আবার ধর্মতাত্ত্বিক (Theological) বিষয়ে চর্চা করেন না; অনেক সময় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যও করে থাকেন। পরকালে (আখিরাত) বিশ্বাস আল্লাহর মহান জ্ঞানতত্ত্বকে বিশ্বাস করারই নামান্তর। বিশ্ব পরিকল্পনাকারী আল্লাহ ইহজগতের কর্মফল দিয়ে পরজগতের মানুষকে তার কর্মনুযায়ী পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করার পরিকল্পনা করেছেন। আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, মানুষসহ সর্বসৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহর এ পরিকল্পনাকে ইতিবাচকভাবে নিয়ে বিশ্ববুদ্ধিজীবীদের উচিত ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ইতিবাচকতায় ও নৈতিকতার শুদ্ধ সুন্দরতায় স্নাত হওয়া। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাষ্ট্রশাসক ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ যদি (হান্টিংটনের মতো সচেতন জ্ঞান-আগ্রাসী যারা হবেন না) এ ইতিবাচকতার অংশীদার হতে পারেন তবেই বিশ্বে আন্ত-সাংস্কৃতিক ও আন্ত-ধর্মীয় সংলাপ (Inter Religious dialoquc) সম্ভাবিত হতে পারে; তখনই সাম্রাজ্যবাদীদের নেতিবাচক ধর্মবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে বিশ্বে একটি শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে আমি মনে করি।

www.amarboi.org

ড. রহমান হাবিব রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত বই এর সংখ্যা পঞ্চাশ তার মধ্যে কিছু বই পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো

১। নজরুল নন্দনতত্ত্বঃ পুনর্গঠন ও সূত্রায়ণ (ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫)।
২। বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাসের দর্শন এবং আহমদ ছফার সৃষ্টিবিশ্ব (ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫)।
৩। অবিভক্ত বাংলার নাট্যচর্চার পটভূমি এবং মুনীর চৌধুরীর নাটক (ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০৫)।
৪। আল মুজাহিদীঃ মৃত্তিকার কবি (ঢাকা, সূচীপত্র, ২০০৫)।
৫। বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন (পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০০৭)।
৬। রবীন্দ্র কাব্যদর্শন (ঢাকা, সূচীপত্র, ২০০৬)।
৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য (ঢাকা, নবযুগ ২০০৭)।
৮। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য এবং চিত্রশিল্পে ফোকলোরঃ বাঙালির হৃদয়-উৎস, (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ ২০০৭)
৯। আধুনিক বাংলা কবিতা, কথাসাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞানে লোকসংস্কৃতি (ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭)
১০। রবীন্দ্রকাব্যের ধ্রুপদী দর্শন (সূচীপত্র, ২০০৮)

পুরস্কারঃ

পুন্ড্রবর্ধন সাহিত্যকল্যান পরিষদ- স্বর্ণপদক-২০০৯

www.amarboi.org

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম